নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৪এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

এসো হে জ্যোর্তিময়
৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১১ পৌষ – ১৭ পৌষ, ১৪৩২ ঃ ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ – ০২ জানুয়ারি , ২০২৬
Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 10, 27 December 2025 - 02 January, 2026
৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

উন্নয়নের পাঁচালি

বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছর

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে **বাংলার বকেয়া ১.৯৬ লক্ষ কোটি টাকারও** বেশি। তবুও, **বিগত ১৫ বছর ধরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে**, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি অঞ্চলে মা-মাটি-মানুষের সরকার সফলভাবে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে এবং আগামীদিনেও করবে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নারীর সহায়

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে বাংলার **২.২১ কোটি মহিলা** প্রতি মাসে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন (সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের জন্য **১,০০০ টাকা** এবং তপশিলি জাতি/তপশিলি জনজাতির মহিলাদের জন্য **১,২০০ টাকা**)

সরকার সর্বদা কৃষক ও শ্রমিকের পাশে

২০২৫ সাল পর্যন্ত, **কৃষকবন্ধু (নতুন)** প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের **১.১০ কোটিরও বেশি** কৃষককে মোট **২৭,০১৬ কোটি টাকা** আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, বিনা মূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা-র মাধ্যমে বাংলা জুড়ে **১.৮৪ কোটি অসংগঠিত শ্রমিকের** সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

রেশন পৌঁছে যাচ্ছে ঘরে ঘরে

খাদ্য সাথী প্রকল্পে প্রায় ৯ কোটি মানুষ ভরতুকিযুক্ত রেশন পেয়েছেন, আর **দুয়ারে রেশনের** মাধ্যমে ৭.৫ কোটি উপভোক্তার দোরগোড়ায় রেশন পৌঁছে দেওয়া হয়েছে

শিক্ষায় এগিয়ে বাংলা

গত **১৫ বছরে কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, মেধাশ্রী, ঐক্যশ্রী** এবং **সংখ্যালঘু স্কলারশিপ** — এই সকল প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় **৭.১১ কোটি শিক্ষার্থীকে** তাদের শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

পরিকাঠামোর উন্নয়নে অগ্রণী বাংলা

গত ১৫ বছরে বাংলার সরকার মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে **১০০ শতাংশ বিদ্যুদয়ন নিশ্চিত করে, ৯৯ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের কাছে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দিয়ে এবং ১,৮৩,০৮৪ কিমি রাস্তা** তৈরি করে। **'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী ৪'** প্রকল্পের আওতায় **২০,০৩০ কিলোমিটার** নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে

চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে সরকার

স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় **২.৪৫ কোটি পরিবারের ৮.৭২ কোটি মানুষ** স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পেয়েছেন

আবাসেও ভরসা রাজ্য সরকার

২০১১ সাল থেকে, **মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রায় ১ কোটি পরিবারের** জন্য মর্যাদাপূর্ণ বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে

স্বচ্ছল বাংলায় সবল অর্থনীতি

২০১১ সালের পর থেকে **বাংলার অর্থনীতি প্রায় ৪.৪১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে** এবং গড় মাথাপিছু আয় **তিন গুণ** বেড়ে হয়েছে **১,৬৩,৪৬৭ টাকা**। আমাদের সরকার কঠোর পরিশ্রম করে **১.৭২ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য সীমার বাইরে নিয়ে এসেছেন**

কর্মসংস্থানে স্বনির্ভর বাংলা

যখন সারা দেশে গত ৪৫ বছরের মধ্যে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময়েই বাংলায় **বেকারত্বের হার ৪০% কমেছে** এবং **২ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে**। কেন্দ্রীয় সরকার MGNREGA-র প্রকল্পের তহবিল বন্ধ করে দেওয়ার পর, **মা-মাটি-মানুষের সরকার কর্মশ্রী** (বর্তমানে পরিবর্তিত নাম **'মহাত্মা-শ্রী'**) **প্রকল্প চালু করে ৭৮.৩১ লক্ষেরও বেশি জব কার্ডধারীর জন্য ১০৪.৫৮ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি করেছে। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ২০,৭৭৬ কোটি টাকা**

তপশিলি, অনগ্রসর ও সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত

বাংলায় **১.৬৯ কোটিরও বেশি** তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মানুষকে জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে **বাংলা দেশজুড়ে এক নম্বরে রয়েছে** এবং রাজ্যে **৬৯,০০০ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে** আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে

মা-মাটি-মানুষের সরকার **'দুয়ারে সরকার'**-এর মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে, **'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র'**-এর মাধ্যমে নাগরিকদের নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা প্রদান করে, **'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'**-এর মাধ্যমে উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে এবং **'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'**-র মাধ্যমে অভাব-অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি সুনিশ্চিত করে — প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে।

রিপোর্ট কার্ড ডাউনলোড করতে দেখুন : http://wb.gov.in/report-card.aspx

আজীবনের সাথী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বদা আপনার পাশে
মাতৃ মা
সুসংহত মা ও শিশুর পরিচর্যা কেন্দ্র
মধুর স্নেহ
পূর্ব ভারতের প্রথম এবং দেশের অত্যাধুনিক মাতৃদুগ্ধ ব্যাঙ্ক
সবুজশ্রী
সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি চারাগাছ প্রদান
কুকড মিড ডে মিল
স্কুল পড়ুয়াদের রান্না করা পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান
স্কুল পড়ুয়াদের জন্য বিনামূল্যে বই, ব্যাগ, পোশাক, জুতো প্রদান
সবুজ সাথী
নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান
শিশু আলয়
৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুকে প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা এবং পুষ্টি-সহায়তা
শিশু সাথী
সকল শিশুর জন্য জন্মগত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা
বয়স ০-১৩
শিক্ষাশ্রী
পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত SC এবং ST পড়ুয়াদের আর্থিক সহায়তা প্রদান
মেধাশ্রী
আর্থিকভাবে দুর্বল ওবিসি পড়ুয়াদের জন্য স্কলারশিপ
কন্যাশ্রী
ছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহিত করতে শর্তসাপেক্ষ নগদ সাহায্য
এডুকেশন লোন
উচ্চশিক্ষার জন্য সংখ্যালঘু, তপশিলি ও ওবিসি পড়ুয়াদের আর্থিক ঋণ
তরুণের স্বপ্ন
উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার/ট্যাব/স্মার্টফোন কেনার জন্য ১০,০০০ টাকা
বয়স ১৪+
স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ
আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের জন্য মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ
স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড
উচ্চশিক্ষার জন্য কোনও জামানত বা সুরক্ষা ছাড়াই পড়ুয়াদের অত্যন্ত কম হারের সুদে শিক্ষাঋণ প্রদান
ঐক্যশ্রী
সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান
যুবশ্রী
বেকার যুবক-যুবতী, চাকরিপ্রার্থীদের জন্য মাসিক ১,৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা
বয়স ১৮+
উৎকর্ষ বাংলা
আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েদের দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ
বাংলাশ্রী প্রকল্প
MSME উদ্যোগপতিদের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা
মেয়াদি ঋণ
সংখ্যালঘু, SC, ST ও OBC জনগোষ্ঠীর ব্যবসার উন্নতির জন্য ভরতুকিযুক্ত ঋণ
ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড
কোনও জামানত বা সুরক্ষা ছাড়াই উদ্যোগপতিদের জন্য কম সুদে ভরতুকিযুক্ত ঋণ
বিনা মূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা
অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য একসঙ্গে সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা
নিজ গৃহ, নিজ ভূমি
ভূমিহীন ও গৃহহীন গ্রামীণ কৃষিশ্রমিক, কারিগর ও মৎস্যজীবী পরিবারের জন্য বসতবাড়ির জমি
জাতিগত শংসাপত্র (SC, ST ও OBC)
সরকারি সুবিধা পেতে দ্রুত জাতিগত শংসাপত্র প্রদান
কর্মসাথী (পরিযায়ী শ্রমিক)
মৃত্যু, দুর্ঘটনাজনিত গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান
শ্রমশ্রী
ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের মাসিক আর্থিক সহায়তা, জবকার্ড, দক্ষতা বৃদ্ধি, রেশনে খাদ্যশস্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা প্রদান
ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন্দু লিভস কালেক্টর সোশাল সিকিউরিটি স্কিম
কেন্দুপাতা সংগ্রাহকদের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান
বাংলা শস্য বিমা
চাষিদের জন্য শস্য বিমা প্রদান
খাদ্য সাথী
রাজ্যের মানুষদের ভরতুকিযুক্ত খাদ্যশস্য প্রদান
রূপশ্রী
কন্যাসন্তানের বিবাহের জন্য আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারগুলিকে এককালীন ২৫,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা
হাসির আলো
দুঃস্থ গার্হস্থ্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ
বাংলার বাড়ি
স্থায়ী বাড়ি নির্মাণের জন্য ১.২ লক্ষ টাকা অনুদান
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
রাজ্যের ২৫-৬০ বছর বয়সী সকল মহিলাকে মাসিক ভাতা প্রদান
(সাধারণদের জন্য ১,০০০ টাকা এবং SC-ST-দের জন্য ১,২০০ টাকা)
স্বাস্থ্য সাথী
তালিকাভুক্ত পরিবারের জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস স্বাস্থ্য বিমা
চোখের আলো
বয়স্কদের জন্য বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন ও চশমা প্রদান
স্বাস্থ্য ইঙ্গিত
তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে টেলিমেডিসিন পরিষেবা
বয়স ১৮-৬০
চা সুন্দরী
চা বাগানের যে সমস্ত স্থায়ী শ্রমিকের পাকা বাড়ি নেই, তাদের জন্য পাকা বাড়ি নির্মাণ
আনন্দধারা
স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ঋণ অথবা আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিশেষ প্রশিক্ষণ
কৃষকবন্ধু (নতুন)
কৃষকদের বার্ষিক ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা এবং মৃত্যুজনিত এককালীন আর্থিক সাহায্য
লোকপ্রসার প্রকল্প
লোকশিল্পীদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি পেনশনের সুবিধা প্রদান
সমব্যথী
শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য এককালীন ২,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা
বিধবা ভাতা
বিধবাদের মাসিক ১,০০০ টাকা ভাতা প্রদান
জয় বাংলা পেনশন
(তপশিলি বন্ধু এবং জয় জোহার)
রাজ্যের SC এবং ST অন্তর্ভুক্তদের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা বার্ধক্য ভাতা
বয়স ৬০+
মানবিক
বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য
বার্ধক্য ভাতা
ষাটোর্ধ্ব নাগরিকদের মাসিক ১,০০০ টাকা ভাতা প্রদান
দুয়ারে সরকার
স্থানীয় পর্যায়ে দোরগোড়ায় পরিষেবার মাধ্যমে বৃদ্ধ, বিশেষভাবে সক্ষম এবং নারী ও দুঃস্থদের অগ্রাধিকার দিয়ে সমস্যার সমাধান
সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী
কোনও সমস্যার দ্রুত ও কার্যকর সমাধানে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ
বাংলা সহায়তা কেন্দ্র
তৃণমূল স্তরে সাধারণ মানুষকে নিখরচায় পরিষেবা পৌঁছে দিতে অনলাইন সুবিধা
আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান
রাজ্যের ৮০,০০০ বুথে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য মোট ৮,০০০ কোটি টাকা (প্রতি বুথে ১০ লক্ষ টাকা) কীভাবে ব্যয় হবে, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন জনগণই
জীবনের যাত্রায় একসঙ্গে পথচলা

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৪ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

এসো হে জ্যোর্তিময়

৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১১ পৌষ – ১৭ পৌষ, ১৪৩২ ঃ ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ – ০২ জানুয়ারি , ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 10, 27 December 2025 - 02 January, 2026

৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ইনকিলাব মঞ্চের ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর আসতেই

ফের বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়ল বাংলাদেশে। পুড়লো দুটো সংবাদমাধ্যমের অফিস, পুড়িয়ে মারা হল এক হিন্দু যুবককে। ভাঙা হল গর্বের ছায়ানট। ইউনুস রইলেন দর্শক হয়ে।

রবিবার : অসমের কামপুরে রাতের অন্ধকারে খাবারের খোঁজে

নামছিল হাতির দল। সেই সময় আসছিল সাইরাং–নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস। অপৎকালীন ব্রেক চেপেও রক্ষা হয়নি। ধাক্কায় মারা যায় ৭টি হাতি, লাইনচ্যুত হয় ইঞ্জিন সহ ৫ টি বগি। তবে কোনও মানুষ হতাহত হয়নি।

সোমবার : পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে এক অনুষ্ঠানে 'জাগো

মা' গান গাওয়ায় সেকুলার গান গাইতে হবে বলে হেনস্থা করা হল গায়িকা লগ্নজিতাকে। গ্রেপ্তার হয়েছে তৃণমূল নেতা মেহবুব মল্লিক। পুলিশ এফআইআর না নেওয়ায় বিভাগীয় তদন্তের মুখে পুলিশ সুপার।

মঙ্গলবার : স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে খুনের ঘটনায় রায়গঞ্জের

বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে আগাম জামিন দিয়েছিল বিধাননগর আদালত। সেই জামিন খারিজ করে বিধাননগর আদালতকে ভৎসনা করেছে কলকাতা হাইকোর্ট।

বুধবার : সংশোধিত ওয়াকফ আইন পাশ হওয়ায় গোলমালের

জেরে মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জে খুন হন বাবা হরগোবিন্দ ও ছেলে চন্দন দাস। এই মামলায় ১৩ জনকে ৩৮ বছরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় জঙ্গিপুরের জেলা ও দায়রা আদালত।

বৃহস্পতিবার: সামনে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্য মন্ত্রীসভা

দরাজ হাতে বিলি করলো শিল্পের জমি। শিল্প হবে সিঙ্গুরেও। একই সঙ্গে নেওয়া হল বাংলা ডেয়ারির সঙ্গে মাদার ডেয়ারিকে মিশিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। এখন থেকে আর মাদার ডেয়ারির নামে জিনিস মিলবে না।

শুক্রবার: যখন খালেদা পুত্র তারেক রহমানকে ফিরিয়ে এনে

ঢাকায় অশান্ত বাংলাদেশের শান্তির প্রলেপ লাগানোর চেষ্টা চলছে তখন উগ্র ইসলামী মৌলবাদীরা। সেই দেশের রাজবাড়ির পাংশা উপজেলায় পিটিয়ে মারলো এক হিন্দু যুবক অমৃত মণ্ডলকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সাবধান! ফের শিয়রে মৌলবাদ

ওঙ্কার মিত্র

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ এবং ১৯৭১ সালে ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তান ভাগ, দুটোই ভারতের রাষ্ট্রনেতাদের স্বপ্ন পূরণের কাহিনী। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেও পরে জওহরলাল অ্যান্ড কোম্পানি ব্রিটিশের ভারত ভাগের প্রস্তাবে সায় দিয়ে ১৯৪৭–এ নিজেদের ক্ষমতা দখল নিশ্চিত করেছিল। আর ১৯৭১–এ ইন্দিরা অ্যান্ড কোম্পানি পাকিস্তানের থেকে তার পূর্বাঞ্চল কেড়ে নিয়ে তলানিতে ঠেকে যাওয়া ইমেজ পুনরুদ্ধার করেছিল। দুটি ঘটনাতেই শত শত ভারতবাসী প্রাণ দিয়ে দুই ভূখণ্ড সৃষ্টি করলেও সেই ভূখণ্ডদ্বয় এখন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে ভারতকে আক্রমণ করতে উদ্যত। জন্মের দু–তিন বছর কাটতে না কাটতে দু দেশেরই মূল উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে ভারত বিদ্বেষ। ভারতের বিরোধীরাই এখন এদের বন্ধু।

এই ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে ভারতের ঘরে বাইরে। জন্মের কয়েক মাস পর থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের লক্ষ্য হল হিন্দুদের উপর অত্যাচার। সেই ট্রাডিশন আজও চলছে বরং আরও নৃশংস হয়েছে তার রূপ। আবার স্বাধীনতার মাত্র ১৪ বছর পর থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, শহরে, গ্রামে সংগঠিত হয়ে চলেছে হিন্দু–মুসলমান দাঙ্গা। ১৯৬১–তে জব্বলপুর ও আলীগড়, ১৯৬৪–তে কলকাতা, ১৯৬৭–তে রাঁচি, ১৯৬৯–এ গুজরাট এই ধারাবাহিক দাঙ্গার সাক্ষী। এরপরে এল ১৯৭১। পাকিস্তান ভাগ হয়ে সৃষ্টি হল বাংলাদেশ। জয় জয় কার হল ভারতের। ইন্দিরা বন্দিতা হলেন এশিয়ার মুক্তি সূর্য নামে। সবাই ভাবলো পাকিস্তান এবার উচিত শিক্ষা পেয়ে শায়েস্তা হবে। কিন্তু সেই সুখ স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেল অচিরেই। পাকিস্তান আরও হিংস্র হল, ইন্দিরা ক্ষমতা ধরে রাখতে ব্যর্থ হলেন। ১৯৮১–তে বিহার শরীফ দিয়ে ফের শুরু হল হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা অভিযান। ১৯৮২–তে মিরাট, ১৯৮৪–তে ভিওয়ান্ডি ও হায়দ্রাবাদ, ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮–তে যথাক্রমে আহমেদবাদ, জম্মু কাশ্মীর, মিরাট, দিল্লি, ঔরঙ্গাবাদ, মুজাফফরনগর, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১–তে সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো দাঙ্গার মেঘ। আজও কাটেনি সেই মেঘ। চলছে ষড়যন্ত্র, হত্যালীলা, আক্রমণ। দাঙ্গার পুরো তালিকা দিতে গেলে পাতায় কুলোবে না। কিন্তু এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, এর প্রধান কারণ হল দুটি ক্ষেত্রেই ভারতের উদ্যোগে পরিবর্তন হয়েছে ভৌতিক। মানসিক পরিবর্তনের কোনো উদ্যোগ এর মধ্যে ছিল না।

এবার বিশ্লেষণ করতে হবে ঘরে বাইরে এই ধর্মীয় বিষ আমরা নির্মূল করতে পারলাম না কেন। এর প্রথম কারণ যদি হয় ধর্মান্ধ ইসলাম মৌলবাদ তা হলে দ্বিতীয় কারণ হল সেই মৌলবাদের তুষ্টিকরণের মধ্যে ভারতবাসীর রাজনৈতিক ফায়দা লাভের চেষ্টা। ভারতবাসীকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ না করে তাকে ভাগ করে রাখার সমস্ত উপকরণ মজুত করেছেন ভারতের নেতা–মন্ত্রীরা। দুই ধর্মে, সম্প্রদায়ে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনে জোর না দিয়ে সংখ্যালঘু–সংখ্যাগুরু ভেদ ও সংরক্ষণের পিঠে ভাগ করে ব্যবধান, বিদ্বেষ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এঁরা। মুখে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের কথা বললেও ব্রিটিশের থেকে শেখা 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' প্রয়োগ করেই খেতে চেয়েছে ক্ষমতার মধু।

পাকিস্তান তো ছিলই। বাংলাদেশও এখন ঘোর মৌলবাদ নিয়ে ভারতের দিকে উদ্যত। লাগাতার হিন্দু নিপীড়নে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে ভারতকে। ভারতপন্থী শেখ হাসিনা ও তাঁর আওয়ামী লিগ এখন অতীত। পাকিস্তান পন্থী জামাত নখ–দাঁত বার করে রোজ উস্কাচ্ছে বাঙালিদের। তারা কেড়ে নিতে চায় বাঙালি পরিচয়, বাংলা ভাষা। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে ভারতের এখন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে বিএনপির দিকে। আশা যদি সেখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসে। ১৭ বছর পর নিয়ে আসতে হয়েছে। বিএনপি নেত্রী খালেদার ছেলে তারেক রহমানকে। এখন তাঁর সাফল্যই ভারতের পরবর্তী পদক্ষেপের দিশা।

ভারতের বাইরে যাই হোক না কেন আমরা ভারতবাসীরা পরিস্থিতি বদলাতে তৈরি তো?

এরপর পাঁচের পাতায়

অর্ন্তধান করেছিলেন নেতাজি : মোহন ভাগবত

জিয়ন্ত চৌধুরী : সংঘ প্রধান ড:মোহনভগবত দ্বিধাহীনভাবে তাঁর বক্তব্য প্রকাশের সময় জানালেন ১৯৪৫ সালে সুভাষচন্দ্র অন্তর্ধান করেছিলেন। গত ২১ ডিসেম্বর সায়েন্স সিটিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের শতবর্ষ পূর্তির এক বিদ্বজন সমাবেশে দীর্ঘ বক্তৃতার মাঝে একথা বলেন সংঘপ্রধান। উল্লেখ্যে একদা সংঘ ঘনিষ্ট বর্তমান উপরাষ্ট্রপতিও সাম্প্রতিক সময়ে জানিয়ে ছিলেন ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মারা যান নি। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পণের পরেই শুরু হয় অনুষ্ঠান। বহু সাধু, সন্ন্যাসী লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, রাজনীতিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শেষ পর্বের প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় কোরে তোলে।

সম্প্রতি কোন কোন মহল থেকে নেতাজির তথাকথিত 'চিতাভস্ম' ভারতে আগামী জানুয়ারি মাসে নিয়ে আসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর যে চাপ সৃষ্টির কৌশল নেওয়া হয়েছে তা অনেকটাই দুর্বল হয়ে যাবে সাম্প্রতিক উপরাষ্ট্রপতি ও সংঘ প্রধানের বক্তব্যে।

পূণ্যস্নানের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ সাগরে

ক্ষমতায় এলে আন্তর্জাতিক মানের মেলা হবে : শুভেন্দু

কুনাল মালিক

২৪ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি সাপেক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী চৌরঙ্গী এলাকায় এক জনসভায় শাসকদলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন। সাগরদ্বীপে এসে প্রথমে তিনি কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দেন তারপরে ভারত সেবাশ্রম

সঙ্ঘের মহারাজদের সঙ্গে দেখা করেন। এদিন শুভেন্দুর জনসভায় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কার্যত হুংকার দিয়ে বলেন, '৪ মাস পরে মমতা ব্যানার্জি আর মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন না। তৃণমূল কংগ্রেস ও থাকবে না। সংখ্যালঘু মানুষরা এখন হুমায়ুন কবির ও নওশাদ সিদ্দিকীর দিকে চলে যাচ্ছেন। হিন্দু এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ নরেন্দ্র মোদিজির সঙ্গে আছেন। তাই আপনাদের আমি সচেতন করতে এসেছি ঐক্যবদ্ধ হন। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলে হিন্দু মহিলাদের শাঁখা, পলা, সিঁদুর ও তুলসী মালা থাকবে না। বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর এলাকায় হাজার হাজার মানুষরা তাদের ধর্মাচরণ করতে পারছে না। এই পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গে করা যাবে না। এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'খাদ্য সুরক্ষা যোজনায়' ৭ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশনে খাবার পাঠাচ্ছেন। ভালো গম বাংলাদেশে পাচার করে দিয়ে পচা গম থেকে আটা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে রেশনে। মারণ রোগের ওষুধের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটি তুলে দিয়েছে। উজ্জ্বলা গ্যাস যোজনা প্রকল্পে ইতিমধ্যেই 'উজ্জ্বলা–১' এবং 'উজ্জ্বলা–২' সবাই পেয়েছেন কিন্তু ৩ তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এখানে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন এখানকার মানুষরা। ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার বাড়ি দেওয়া হচ্ছে এখানে কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৩ লক্ষ টাকার বাড়ি দেওয়া হবে।। ঘরে ঘরে বিনামূল্যে সোলার লাইট পৌঁছে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের 'জল মিশন' প্রকল্পে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে গিয়েছে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পটিকে 'জলস্বপ্ন' নাম দিয়েছে। কিন্তু আপনাদের ঘরে কি আদৌ জল পৌঁছেছে?' হুমায়ুন কবির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'হুমায়ুন কবিরই দাঙ্গা ছড়াচ্ছে। বাবরের নামে মসজিদ হবে কেন? বাবর তো একজন হানাদার ছিল। এসআইআর প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এসআইআর করতে দেব না, এসআই আর হলে 'পুরা আন্দোলন হোগা'। কিন্তু শেষমেষ তিনি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন বলেছেন, এসআই আর না হলে রাষ্ট্রপতি শাসন হয়ে যাবে। ওনার পাশে আর মানুষ নেই কারণ কেন্দ্রের উন্নয়নের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে রাজ্যের মানুষ। এরপর পাঁচের পাতায়

তৃণমূলে যোগদান বিজেপিতে ধস

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : ২৪–এর লোকসভা নির্বাচনের রেশ কাটতে না কাটতেই সুন্দরবনের গঙ্গাসাগরে ফের শক্তিবৃদ্ধি করল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ২৬ ডিসেম্বর সাগরের চৌরঙ্গী এলাকায় আয়োজিত তৃণমূলের এক বিশাল প্রতিবাদ সভা ও জনসমাবেশে বিজেপি ছেড়ে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিলেন শতাধিক কর্মী–সমর্থক। মূলত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মিথ্যা অপপ্রচার ও বিজেপির সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির প্রতিবাদেই এই দলবদল বলে জানা গিয়েছে। এদিনের সমাবেশটি ছিল মূলত বিরোধীদের কুৎসা ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তৃণমূলের একটি প্রতিবাদী মঞ্চ। সুজিত বসু বলেন, 'ব্রিজ হবে তাতেও আপত্তি? জীবনে আপনারা একটা ইট ও গাথেননি সরকারি টাকা দেননি। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে ১৭০০ কোটি টাকা বীজের জন্য

ধার্য করেছে, বলছে নাকি পারমিশন দেবে না, কোন হরিদাস পাল তোমরা পারমিশন দেবে না? তোমরা কে পারমিশন দেওয়ার। '

এই মঞ্চ থেকেই সাগর ব্লকের সুমতিনগর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ৩০টি পরিবারের সদস্যরা বিজেপি ত্যাগ করে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এবং সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়িকা লাভলি মৈত্র। এছাড়াও নবাগত কর্মীদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু ও লোকসভার সাংসদ বাপি হালদার। বিজেপি ছেড়ে আসা কর্মীদের অভিযোগ মূলত কেন্দ্রের নীতি এবং বিজেপির রাজনৈতিক কৌশলের বিরুদ্ধে। তাদের অভিযোগ, এনআরসি–র নাম করে বিজেপি সাধারণ মানুষের ওপর অন্যায় অত্যাচার শুরু করেছে। গ্রামে গ্রামে মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। এরপর পাঁচের পাতায়

সন্ন্যাসীরা বলছেন

ব্রীজ যেন ধর্মীয় বাতাবরণ নষ্ট না করে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্রীজ নিয়ে সকলেই বেশ উৎসাহিত। কিন্তু তার যে ভালো মন্দ প্রভাব রয়েছে। সেগুলিও ভাবচ্ছে সন্ন্যাসীদের। প্রস্তাবিত ব্রীজের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে কপিলমুনি আশ্রমের মহারাজজী বলেন, 'মেলায় সময় মেলা ও তার সংলগ্ন এলাকায় ভিড় বেশি হয় কারণ গঙ্গাসাগর দ্বীপে এখনও পর্যন্ত কোনও ব্রীজ বা রাস্তার সাথে যোগাযোগ নেই। এক্ষেত্রে ভেসেল বা বোর্টের উপর নির্ভর সকলেই। সরকারের উদ্যোগে ব্রীজ হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে সবটাই ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। তিনি চাইলেই সব হবে। ব্রীজ তৈরি হলে গঙ্গাসাগরের উন্নতি আরো তাড়াতাড়ি হবে ঠিকই তবে আমাদের সংশয় আছে ব্রীজ হয়ে গেলে সারা বছর বেশি সংখ্যক মানুষ আসবে। তাতে গঙ্গাসাগরের ধার্মিক বাতাবরণ বিঘ্নিত হতে পারে। অনেকেই গঙ্গাসাগরকে পার্টি বা পিকনিক মুডের পর্যটনে পরিণত করতে পারে। সে বিষয়ে কঠোর নজর দেওয়া প্রয়োজন সরকারের।'

তিনি এও জানান, 'গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা বলে ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই। কারণ ইতিমধ্যেই তা মানুষের মনের মধ্যে জাতীয় মেলার সমান।'

ব্রীজের বিষয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ বলেন, 'এর ভালো দিকও আছে, মন্দ দিকও আছে। সাগরের মাহাত্ম্য হয় তো কমে যাবে, কিন্তু সুগমতা বাড়বে। ধর্মীয় স্থানগুলি এখন টুরিষ্ট স্পটে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। মদ খাওয়ায় টোটাল রেস্টিকসন, আমিষ খাওয়ায় এইসব আটকাটে হবে। যেন এখানে ধর্মীয় ভাবটা বজায় থাকে। এটা কোনও ফূর্তি করার জায়গা নয় সেটা মনে রাখতে হবে।'

এবিষয়ে আমাদের আর্কাইভ থেকে স্বর্গীয় সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য তুলে ধরা হল। তিনি বলেছিলেন, গঙ্গাসাগরকে পর্যটন ক্ষেত্র তৈরি করতে হলে প্রয়োজন রাত্রের জীপনযাপনের আনন্দ। কিন্তু সাগর পুণ্য করার জায়গা এখানে পর্যটন ক্ষেত্র করলে বিপদও আছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে উন্নয়ন যেমন প্রয়োজন মানুষের তথা পর্যটকদের মনবৃত্তিও বিকশিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। কোনটা কি ধরনের পর্যটন কেন্দ্র সেটাও বোঝা উচিত। সেই ভাবেই আচরণ প্রত্যাশিত।

জিএসটি হ্রাসের প্রভাব পড়েনি বড়দিনের কেকে

আরিফুল ইসলাম

এই মুহূর্তে গোটা বঙ্গে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত। উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে নলেন গুড়, পিঠে পুলি, জয়নগরের মোয়ার সঙ্গে বাঙালির চাই এক্স–মাসের কেক। যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন, খ্রিস্ট ধর্মের মানুষের কাছে সবচেয়ে বড়ো আনন্দের দিন। আবেগ–ভালোবাসা, উৎসাহ–উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে মেতে ওঠে বিশ্বের বহু প্রান্ত। বড়োদিন মাতাতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের অন্য প্রান্তকে বাঙালি নিজেদের মধ্যে জুড়ে নেয়। অ্যালেন পার্ক, পার্ক স্ট্রিটকে ভরকেন্দ্র করে বাঙালি সেজে ওঠে, মেতে ওঠে ২৫ ডিসেম্বর বা বড়োদিনকে ঘিরে। বন্ধ স্কুল – কলেজ সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাদ নেই কোর্ট কাছারি। অলিখিত ছুটি ঘোষিত হয়ে যায় সরকারি অফিস গুলোতে।

বাঙালি থামে ইংরেজি নববর্ষের উদ্দীপনা পালন করে। কিন্তু এই সব আনন্দ পালনের খাওয়াদাওয়ার মধ্যমণি এক্স–মাস বা হ্যাপি নিউ ইয়ারের জন্য তৈরি প্লাম কেক, ফ্রুট কেক, রিচ ফ্রুট কেক ইত্যাদি ইত্যাদি। যা এই সময়ের জন্য বিশেষ রেসিপি দিয়ে তৈরি। আর তাকে ঘিরে বিরাট ব্যস্ততা ছোটো – মাঝারি – বড়ো বেকারি মালিকদের নাওয়া খাওয়া ভুলে যাঁরা যাত্রা শুরু করেছিল নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকেই। লক্ষ্য একটাই,ডিসেম্বরের প্রথম দিন থেকেই দোকানে দোকানে জায়গা দখল। আর এই লড়াইয়ের দখলদারিত্বে এগিয়ে অবশ্যই বড়ো বেকারি কোম্পানি গুলো। উদ্দেশ্য ছোটো বেকারির জনপ্রিয় কেক গুলো যেন দোকানের মুখ্য জায়গা গুলো দখল করতে না পারে। কিন্তু বড়ো দিনের চরম মুহূর্তে ছোটো বড়ো সব বেকারি মালিকদের মুখে এক রা 'চলতি বছরে আশানুরূপ বাজার নেই। কেন? জিজ্ঞাসা করতেই উত্তর এলো সাধারণ মানুষের হাতে টাকা নেই। তা–ই বড়ো দিনের বাজার নেই। কিন্তু ছা–পোষা বাঙালি পরিবারের সদস্যদের মুখে এক পাউন্ড কেক তুলে তো দিতেই হবে, সে যেকোনও মূল্যেই হোক?

প্রত্যেক বছর বড়োদিনের সময় এমন সমস্যা আসে, যে বাজারে তার যুক্তি গ্রাহ্য ব্যাখ্যা মেলে না। যেমন যেসব বেকারি মালিক বড়ো দিনের কেক তৈরি করেন, তার জন্য তাঁদের প্রস্তুতি নিতে হয়, কমপক্ষে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে। এবার সেই নভেম্বর মাসে অল্প কিছুদিনের ফারাকে প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই রাজ্যের এস আই আর–এর দাপাদাপি, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে এই রাজ্যের বেকারি শিল্পের উপর। দ্বিতীয়ত, বড়ো দিনের কেক তৈরির কাঁচামাল ও সামগ্রীর দাম অস্বাভাবিক উর্ধ্বমুখী। তৃতীয়ত, গত সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার বেকারি শিল্পের সঙ্গে কিছু কাঁচা মালের উপর জিএসটির হার লাঘবের ঘটা করে প্রচার মাধ্যমে ঘোষণা করলেও, বাস্তবে বেকারির দরজা পর্যন্ত সেই সব মালের দাম তো কমেনি, বরং যথেষ্ট উর্ধ্বমুখী। চতুর্থত, সমস্যা শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের হাতে পর্যাপ্ত টাকা নেই। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের একতরফা জিএসটি হ্রাসের ঘোষণা খোলা বাজারে তার বাস্তবায়ন ঘটায়নি। কিন্তু সাধারণ মানুষ সরকারের দায়বদ্ধতার সমালোচনা না করে ছোটো–

মাঝারি বেকারি মালিকদের কার্যত ভিলেন বানিয়ে ফেলেছে, খোলা বাজারে বেকারি জাতপণ্যের দাম নাম না কমায়। ফলে সার্বিক বড়োদিনের বাজরে এই মুহূর্তে বেকারি মালিকরা যথেষ্ট ব্যাকফুটে।

কিন্তু বড়ো দিনের কেক তৈরি করতে গিয়ে বেকারি মালিকদের এই ভালো শীতেই ভাটির আগুনে হাতে ছেঁকা লাগিয়ে ফেলেছেন। তার প্রথম ধাক্কা সার্বিক কাঁচামালের দাম গত বছরের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। কেক মানেই ডিমের প্রয়োজনীয়তা, চাহিদা থাকে বেশি। আর ডিম হচ্ছে স্পেশাল কেকের প্রাণ। আর সেই ডিমের দাম প্রত্যেক বছরই লক্ষ্যনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায় নভেম্বরের গোড়াতেই। খোলা বাজারে গত বছর ডিমের দাম সাধারণ মানুষ যেটা প্রতি পিস ৭ টাকা করে কিনেছেন, এইবার সেটা ৮ টাকা প্রতি পিস। অস্বাভাবিক দামের তালিকায় কিসমিসের দাম বৃদ্ধি ১০০ শতাংশ। ২০০ টাকা দামের কিসমিস পাইকারি বাজারে ৪০০ টাকা। কাজুবাদাম বিভিন্ন সাইজের প্রতি ধাপে প্রতি কেজিতে সরাসরি ২০০ টাকা করে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুগ্ধ জাত মাখন, ঘি, বেকারি মার্জারিন কেন্দ্রীয় সরকার মিডিয়ায় ঢাক পিটিয়ে ১২ শতাংশ থেকে জিএসটির হার ৫ শতাংশ নামানোর কথা ঘোষণা করলেও আদপে গত বছরের তুলনায় এক টাকাও কমেনি। এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ – ০২জানুয়ারি, ২০২৬

অস্থিরতা

দুই বাংলাতেই এখন উত্তপ্ত ভোটের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। অস্থিরতার বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আবওহাওয়ার যেমন অভাব তেমনি পূর্বতন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খলিদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান ১৭ বছরের স্বেচ্ছা নির্বাসন কাটিয়ে ভোট ময়দানে যোগ দিতে ব্রিটেন থেকে সোজা বাংলাদেশে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশান্তরী করে ক্ষমতা দখল নেওয়া ইউনুস প্রশাসনের উদ্ভাবিত জুলাই বিপ্লব এবং পরবর্তী সময়ে বিদ্বেষের বাংলাদেশ এদেশ কখনও দেখেনি ১৯৭১ সালের পর। সে দেশে সংখ্যালঘু নির্বাচনের দৃশ্য এদেশ, এ বাংলাকে আলোড়িত করেছে স্বাভাবিক নিয়মেই। পশ্চিমবঙ্গেও ভোটের হাওয়া অনেক আগেই নানা ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়েছে, শাসকদল ও তার জোট সঙ্গী এবং প্রধান বিরোধী দল আগামী এপ্রিলেই ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। ওপার বাংলায় যদি প্রস্তাবিত ফেব্রুয়ারী মাসে ভোট এবং শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবেশ তৈরী হয় তা হলে হয়ত এপারেও অস্থিরতা তুলনামূলকভাবে প্রশমিত হতে পারে।

ধর্মীয় মেরুকরণের অনিবার্য রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের ভবিতব্য হতে চলেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী চেতনা বড় ভূমিকা নিয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে ওপার বাংলাতেও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের তরফে ক্রমশ: কণ্ঠ উঠতে শুরু করেছে। উদীচি, ছায়ানট ধ্বংস কিংবা সংবাদপত্র দপ্তরে আগুন, সাংবাদিক হত্যা ইত্যাদি ঘটনা প্রবাহ ক্রমশ:আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে ইউনুস প্রশাসনকে যেমন ধিক্কার এর সামনে দাঁড় করিয়েছে তেমনি সেদেশে ভারত বিরোধী জিগির তোলা হচ্ছে পরিকল্পিত ভাবে। ভারতের অভ্যন্তরে যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিঘ্ন ঘটে সে জন্য কট্টর মৌলবাদী বাংলাদেশীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং অবশ্যই বিদেশী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে। ভারতের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি একদিকে যেমন উদ্বেগজনক তেমনি ভারতের বর্তমান সামরিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতি অনেক রাষ্ট্রের কাছেই ঈর্ষা।

পশ্চিমবঙ্গে আগামী নির্বাচনের জন্য যে 'স্যার' এর কর্মসূচী চলছে সেই পরিস্থিতিতে অনেক অবৈধ বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। ভারত বিরোধী দু:ষ্কৃতীরা এই সুযোগকেও কাজে লাগাতে চেয়েছে। দুই পারের নির্বাচনের আঙ্গিক সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও অস্থিরতার আবহ দু'দিকেই আছে। বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি সম্পর্ক ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে বাংলাদেশের মৌলবাদের ঢেউ এ দেশের নাগরিক জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে। এদেশে যদি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বেশী পরিমাণে তৈরী হয় ভারত বিরোধী শক্তি উৎসাহিত হবে। শাসক ও বিরোধী উভয় রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী চলুক। শুধু খেয়াল রাখা দরকার যাতে কোনও কাজে কিংবা রাজ্যে কোনও রকম সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার পরিবেশ তৈরী না হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবেশী বাংলাদেশের বর্তমান কু–প্রভাব যেন কোন ক্ষতি করতে না পারে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

আর যাঁরা বৈরাগ্যবান না হওয়ায় সৎশাস্ত্র পাঠ করেও শুধু পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, বৃথা তর্ক ও পরোক্ষ জ্ঞানে মত্ত থাকে, মোক্ষ তাদের হস্তগত হয় না। হে রাম! তুমি শাস্ত্র, মর্য্যাদা ও আচার প্রভৃতির অনুরূপ হয়ে অবস্থান কর, কিন্তু ভোগ্য বিষয়ে অন্তর হতে উদাসীন হও, মোক্ষের দ্বারকে উন্মুক্ত রাখ। বৈরাগ্য, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হয়ে সাধুসমাজে প্রশংসার অধিকারী হও। ভোগ হল মৃত্যুর দ্বার, কিন্তু ভোগবিরক্তি মোক্ষের দ্বার। এমন কখনও হয় না, কেউ পুরুষকার দ্বারা শাস্ত্রবিহিত জ্ঞান–কর্মের আচরণে সিদ্ধিলাভে ব্যর্থ হয়েছে। এই পুতিগন্ধময় পঙ্কিল সংসারে শান্তি–আনন্দ আশা করার মত কিছু আছে কি? অতএব তুমি ভোগ–বাসনা পরিত্যাগ ক"রে মোক্ষশাস্ত্রের অনুগামী হও। যাবতীয় বস্তু, বিষয় ইত্যাদি যখন সত্য নয়, প্রতিবিম্বসার সেই বস্তু–বিষয়ের সংসর্গ পরিত্যাগ ক"রে সত্যবিচারে যত্নবান হও। জরা ও মরণদুঃখের শান্তির জন্য তুমি জেগে ওঠ।

বশিষ্ঠ বললেন, হে রাম। দৃঢ় যত্নে সমস্ত কাঙ্খিত বস্তু লাভ হয়। তুমি শুভকর্মে যত্নবান হও। নন্দিকেশ্বর সযত্নে শুভকর্ম সম্পাদন ক"রেই মহেশ্বরকে লাভ করেন, বলি দানব উদ্যমশীল হয়ে দেবলোক জয় করেছেন, কর্ম ও তপঃ প্রভাবে মুনি বিশ্বামিত্র দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছেন, শ্বেতনামা মুনি সযত্ন তপস্যায় কৃতান্ত কালকে জয় করেছেন। এমন কোন পুরুষকে দেখা যায় না, যিনি বিহিত কর্মে যথেষ্ট যত্নবান হওয়া সত্ত্বেও অসফল হয়েছেন। সুতরাং সকল মানুষের নিষ্ঠা সহকারে উদ্যমশীল হওয়া উচিৎ। আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করার চেয়ে বরং আত্মজ্ঞান লাভে বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্তব্য, কারণ আত্মজ্ঞানে লাভে সকল দুঃখ চিরতরে নির্মূল হয়। পার্থিব বস্তু বা বিষয় লাভ হলে, তার দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। সুধী–সাধুর উপদেশের সেবা ভিন্ন তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না। যিনি শাস্ত্রের মর্ম উপলব্ধি ক"রে কর্মানুষ্ঠান দ্বারা মোহ–লোভ–ক্রোধ ইত্যাদি আপদ সমূহ জয় করেছেন তিনিই সুধী–সাধু সজ্জন। সেই আত্মবিদ সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় সমাক্ বিদিত থাকেন। শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর সেবা করা অর্থাৎ তাঁর উপদেশের সমাদর করা হলে অহং–দ্বেষ ইত্যাদি জয় ক"রে পরমধন আত্মজ্ঞান লাভ হয়। কারণ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য সত্তা সমূহ যে নিতান্তই অনিত্য ও অসত্য এই বোধে জাগরিত হয়ে অন্য সত্তা সমূহের অভাব হয়ে একমাত্র ভাব বা বস্তু পরমাত্মাই জ্ঞাতার অন্তরে স্থায়ী ভাবে অবস্থান করে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

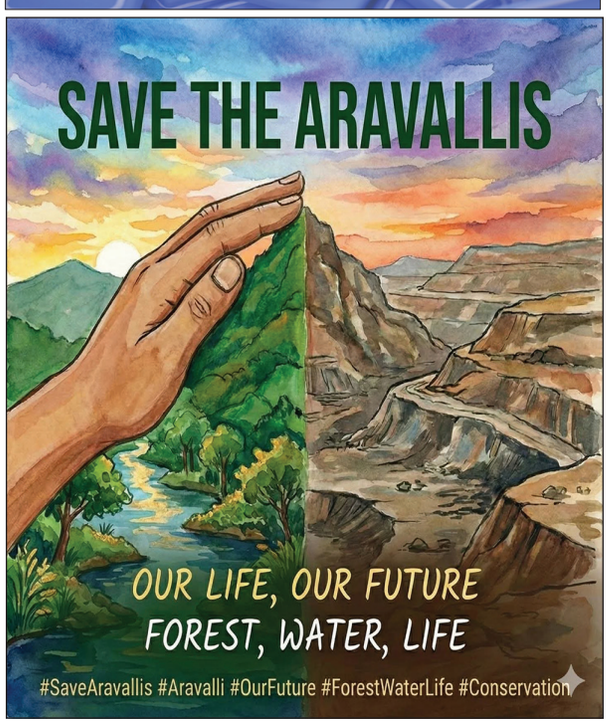

সাংবাদিকের রোজনামচা

শ্রীতীরন্দাজ

কাজ ফুরোলে

দলদাস, চটিচাটা– কত না বিশেষণ, তবু সমস্ত বিবেকের উর্দ্ধে উঠে যুগে যুগে পুলিশ 'হিস মাস্টার্স ভয়েস'। কারণ তারা জানে পুলিশের বন্ধু শাসক আর শাসকের বন্ধু পুলিশ। কিন্তু ইদানিং হঠাৎ চাকা উল্টো দিকে ঘুরে কেস খেতে শুরু করেছে পুলিশ। কয়েক মাস আগে সরতে হয়েছে কোচবিহারের সুপারকে। যুবভারতী কাণ্ডে কোথায় পুলিশ মন্ত্রীকে ডাকবে তা নয়, শোকজ, সাসপেন্ড হল পুলিশই। গায়িকা হেনস্থায় ভগবানপুর থানার ওসির বিরুদ্ধে ডিপি। আবার নেতাজি ইন্ডোরে মাইক বিভ্রাটেও খোদ মুখ্যমন্ত্রী কাঠগড়ায় তুললেন পুলিশকে। সাবধান! ভোটের আগে সময়টা খারাপ, পুলিশকেই না বলির পাঁঠা হতে হয়।

একান্তে ১০০

প্রিয়জনকে একান্তে কাছে পেতে কে না চায়। আর সেটা যদি ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক হয় তাহলে সে আকর্ষণ দুর্নিবার। তবে সে যুগ আর নেই। মন্দিরের খোলা চাতালে বসে 'মা' বলে মন খুলে ডাকার দিন শেষ। এখন একটু নাম ডাক হলেই ভগবান মন্দিরের খোপে খাপে বন্দি। ইচ্ছা করলেই তাঁর পায়ে একান্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার যো নেই। ভিআইপি না হলে এ বাবদ চোকাতেও হয় নগদ মূল্য। সব বিপদের উদ্ধারকর্তা বাবা লোকনাথের চাকলার মন্দিরও এর ব্যাতিক্রম নয়। সেখানেও একান্তে বাবা দর্শনে ফেলো কড়ি মাখো তেল। অবশ্য এই দুর্মুল্যের সময়ে রেটটা কিছুটা কম, একান্তে ১০০ টাকা। তাতেও ভিড় সামাল দেওয়া দায়।

জার্সি ম্যাসাকার

মেসি এলেন, মাঠে ঢুকলেন, গন্ডগোলের কারণ হলেন, চলে গেলেন কলকাতা ছেড়ে। শুরু হয়েছে ময়না তদন্ত। উঠে আসছে নানা সম্ভাবনা। তবে এক ফুটবল পাগল জানালো, এর আসল কারণ নাকি জার্সি। পেলে এসেছে, মারাদোনা, অলিভার কানকে নিয়ে ধুন্ধুমার শো হয়েছে। কোথাও কোনো সেলিব্রিটিকে কালো জার্সি পরে মাঠে দেখেছেন? হায়দ্রাবাদ, দিল্লি, মুম্বাইতে মেসি মাঠে নামলেন ব্রাইট কালারের জার্সি পরে, সবাই গ্যালারি থেকে আলাদা করতে পারলো মেসিকে। অথচ কলকাতায় কালো জার্সি পরে মিশে গেলেন সকলের মাঝে। কেউ আলাদা করতে পারলো না মেসিকে। গন্ডগোল তো তাই, ব্যর্থতা আয়োজকদের, দাবি ওই ফুটবল পাগলের। যুক্তিটা কিন্তু ফেলে দেবার মত নয়।

ডিজিটাল ময়না

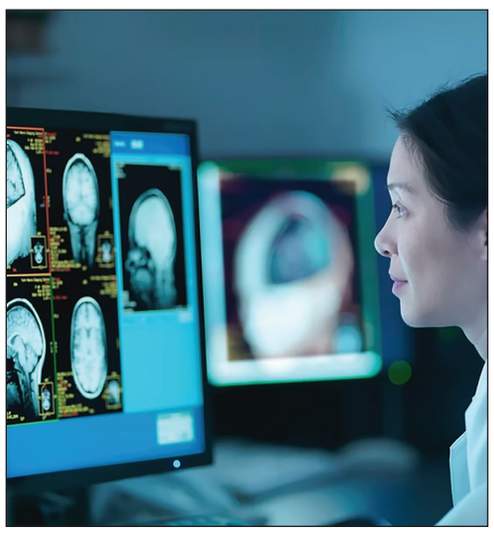

দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, খুন, এভাবে মরলে আত্মার দেহমুক্তি ঘটলেও দেহের মুক্তি অত সহজ নয়। পুলিশি ব্যবস্থাপনায় হবে কাটা ছেঁড়া মানে ময়না তদন্ত, তারপর সৎকার। এতেই কি সব শেষ, না। এরপর আসবে রিপোর্ট। অবশ্য যদি তা সময়ে আসে। অভিজ্ঞতা বলে সেই ব্রিটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ হয়রান হয়েছে তার প্রিয়জনের ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেতে। অনেকে আবার হাল ছেড়ে দেন মাঝপথে। ফলে অপঘাতে মৃত্যুর কারণ রয়ে যায় অজানা। এবার নাকি সে অপেক্ষা মিটতে চলেছে। ময়না তদন্ত হবে ডিজিটাল, রিপোর্ট দ্রুত আসবে অনলাইনে। পুলিশকে ধন্যবাদ। অবশ্য এতে আবার অপঘাতে উৎসাহ না বাড়ে!

বারাসাত ও বসিরহাট: ভুয়ো ছেঁটেই কেল্লা পতন!

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার নবম কিস্তি...

সত্য বসিরহাট কি বিচিত্র এই ভূখণ্ড।" এ আবার কেমন কথা। বসিরহাট তো একেবারে আটপৌরে একটা সীমান্তবর্তী ভারতীয় অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটা অঙ্গরাজ্যের একটি লোকসভা আসন মাত্র। একদম সঠিক কথা। এক্কেবারে হক কথা। এতো কাগজে কলমের ভূমি বিন্যাসের অফিসিয়াল ফিরিস্তি। কিন্তু বসিরহাট আদপে কি তাই? নিন্দুকেরা তো ফিসফিসিয়ে বলে থাকেন, বসিরহাট হলো গোপন কথাটি রবে না গোপনে'র মতো আদ্যন্ত এক মিনি বাংলাদেশ।"

ইছামতী নদী। বয়ে চলেছে কুল কুল করে আপন খেয়ালে ছলাৎ ছলাৎ ব্রেক ড্যান্সের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে। আন্তঃসীমান্ত নদী বলে কথা। একসময়ের ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্তর বাংলার বুক চিরে। সময় পাল্টেছে। পরিস্থিতিতেও আঠার মতো লেগেছে বিএসএফ ও বিজিবি'র কড়া নজরদারি। কারণ এখন যে অপরদিকে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা অবস্থিত। এদিকে যথারীতি ভারতের বসিরহাটের অবস্থান।

এ হেন বসিরহাট যে এখনকার অবৈধ বাংলাদেশী সংখ্যালঘুদের মুক্তাঞ্চল। এমনই অভিযোগ কান পাতলেই শোনা যায় বিভিন্ন মহলে। আইনি ভাষায় এরা অনুপ্রবেশকারী। এ যেন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে থাকা এক এক্সটেন্ডেড স্যাডো বাংলাদেশ। এদের না আছে স্বভূমিতে ফিরে যাবার স্বদিচ্ছা। না আছে এদের ভয়ডর। বহাল তবিয়তে এরা এখানে মিশে গিয়েছে প্রকৃত ভারতীয়দের সঙ্গে। এই তেল জলের মিশ্রণটা প্রাথমিক ভাবে শুরু হয়েছিল বামফ্রন্টের জমানায়। তৃণমূলের শাসনকালে এই ককটেল ফর্মুলাটা তো এখন মহীরুহের রূপ নিয়েছে। বাংলার পরপর দুটি শাসকের বদান্যতায় এখানকার পরম্পরার অনুপ্রবেশকারীরা কখনও পেয়েছে ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড। আবার এখন তো হরেক মালের মতো আধার কার্ড বিলি হচ্ছে অকাতরে। নিদেন পক্ষে কেউ কেউ তো ভারতীয় পাসপোর্টও হাসিল করে নিয়েছে টাকার বাণ্ডিলের হাত যশে। পর্দার পিছনে সহায়তার শর্ত যে রয়েই গেছে সহজ সমীকরণের সমঝোতায় তৃণমূলী সেবাশ্রম ফোকাসে। অন্তত বিরোধীদের তো সেরকমই প্রাণ খোলা মন্তব্য। তোমরা আমাকে ভোট দাও আমি তোমাদের ভারতীয় পরিচয়পত্র দেব।"

বসিরহাট লোকসভা অঞ্চল জুড়ে যুগে যুগে দলে দলে এসেছে অবৈধ বাংলাদেশীরা। স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে এদের অনেকেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে পরিকল্পিত ভাবে। সংসার পেতেছে। এখানকার জমি কিনে দলিল বাগিয়ে বাড়ি নির্মাণ করেছে। পরিজনদেরও সীমান্ত পার করিয়ে এখানে নিয়ে এসে বসবাসের পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছে। ভোট অনুষ্ঠিত হলে বহাল তবিয়তে বুথের সামনে নির্ভয়ে লাইনেও দাঁড়াচ্ছে। রাজ্য সরকারের প্রদেয় বিভিন্ন শ্রী'র ভাতাও হরদম পকেটে ঢোকাচ্ছে। উফ্ কি সুখ। আসলি বাংলাদেশী। নকলি নথি। আসলি ভারতীয় পরিষেবা। নকলি লেনদেন। সত্যিই এই অঞ্চলে যেন প্রকৃতই সবুজ বিপ্লব ঘটেছে। মানতে হবে, ক্যারিশমা বটে।

তবে, অধুনা এসআইআর চালু হতেই এখানকার সংখ্যালঘু বাংলাদেশীদের মধ্যে আচমকা অবস্থাটা হয়ে উঠেছে বাড়া ভাতে ছাই ফেলার মতো পরিস্থিতি। তৃণমূল এখনও যারপরনাই ভোট ব্যাঙ্ক অটুট রাখতে দুধেল গাইয়ের সমর্থনে অভয়বাণী শোনাচ্ছে অনবরত। কিন্তু বিজেপি আবার এই এসআইআরের সমর্থনে গলা ফাটিয়ে বলছে, নীবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনীর মাধ্যমে চিহ্নিত অনুপ্রবেশকারীদের বিদেয় করা হবে ক্ষমতায় এলে। ফলে একটা যে ছদ্মবেশী এলাকাবাসীর মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষতঃ সংখ্যালঘুদের একটা অবৈধ অংশ তাদের স্বদেশে ফিরতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে হাকিমপুর সীমান্ত করিডর ব্যবহার করে লোটা কম্বল ব্যাগ ঝুড়ি কাঁধে করে। অভিযোগ, শাসক গোষ্ঠী সহ প্রশাসনের মদতেই বিদেশিরা এখানে জামাই আদর এতকাল পেয়ে এসেছে টাকা আর ভোট দেবার 'গিভ এন্ড টেক' ইকুয়েশনে।

বসিরহাটেও কানাঘুষা শোনা যায় কিছু ভোটারের মুখে, তৃণমূল নেতারা নাকি তাদের পার্টি অফিসকে রাতে পিঠে খাবার মাহফিলে পরিণত করতো। ওই পরিস্থিতির শিকার হতে বাধ্য হতেন আঞ্চলিক একাংশ মহিলারা। এসব নাকি রমরমিয়ে চলতো এখনকার কারাবন্দি তৃণমূল ঘনিষ্ঠ শেখ শাহজাহানের লিপ্সা ইচ্ছায়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নাকি পাহাড় প্রমাণ। সম্প্রতি আদালতে যাওয়ার অভিমুখে তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসার সময় এক সাক্ষীর গাড়ি ভয়াবহ প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। জেল থেকে বসেই নাকি তৃণমূলের এই প্রভাবশালী নেতা এমন অপকর্মটি ঘটিয়েছে বলে ইতিমধ্যে তোপ দেগেছে গেরুয়া পক্ষ।

সামনে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। জোরকদমে চলছে এসআইআর। সঙ্গে অধিবাসীদের মধ্যে ভুঁরি ভুঁরি ক্ষোভ শাসককে নিশানা করে। এটাই আজকের বসিরহাটের ভোট পটের প্রকৃত চালচিত্র।

আবার বারাসাত যদি অর্জুনের পাখির চোখ হয় তবে এখানকার পুরসভা পলিটিক্স অবশ্যই শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘাসরানির কাছে। প্রকৃতপক্ষে বারাসাত পুরসভাকে কেন্দ্র করে বিগত বেশ কয়েক বছর যাবৎ স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র বিরোধ চাড়া দিয়ে উঠেছিল। সাধারণ পুরবাসীর মনে জমতে থাকা এই ক্ষোভ তুষের আগুনের মতো ধিকধিক করে জ্বলতে জ্বলতে ক্রমেই তা জ্বালামুখী হতে শুরু করতে পারে, এমন আশঙ্কায় কালিঘাটের কূট কুশলীরা অচিরেই প্রমাদ গুনতে শুরু করেন। অতএব পুরপদ মুখের জন্য ফের নয়া মুখোশ পরিবর্তনের তাগিদে তৃণমূলে আবার বাজির ঘোড়া ধরা আর কি! তবে তা লোক দেখানো কিনা তা বলা মুশকিল।

বারাসাত পুরসভায় ২০১০ সাল থেকে নাগাড়ে দুবারের পুরপ্রধান এবং পরের দুবছর প্রশাসকের দায়িত্ব সামলেছেন এক তৃণমূলী নেতা। শেষ সাড়ে তিন বছর ওই গদিতে স্থলাভিসিক্ত হন আরেক টিএমসি সেবক। সম্প্রতি ওই পদে অন্যজন ঘাসমালির বেশে আচমকা হাজির হয়েছেন। এটা বাস্তব, গত লোকসভা নির্বাচনে দল জিতলেও এলাকার ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৮টি ওয়ার্ডেই রাজনৈতিক ভাবে শাসকদের নাক কাটা গিয়েছিল। সুতরাং রাজ্য ভিত্তিক নির্বাচনে বারাসাত লোকসভা এলাকার অন্তর্ভুক্ত একাধিক বিধানসভা আসনে কিন্তু ইতিমধ্যেই সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে ক্যামাক স্ট্রিটের দলীয় দপ্তর। অগত্যা, ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর মতো আম জনতার অসন্তোষ নিবারণে চালিয়ে যাও বারাসাত পুরসভার পদে গো অ্যাজ ইউ লাইকের সারথী বদল। কিন্তু বারাসাতবাসীর যে এক রা, রাজা আসে যায়, শুধু মুখোশের ঢঙ বদলায়, দিন বদলায় না।"

বারাসাত নামক এই লোকসভা কেন্দ্রে ১৯৬২ সালের পর ১৯৮৪ সালে কংগ্রেস অন্তিম স্বাদ জয়ের অন্তত এখনও পর্যন্ত। ১৯৬৭ ও ১৯৭১ সালে এই আসনে জেতে সিপিআই। ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬ এবং ২০০৪ সালের লোকসভা ভোটে এই অঞ্চল থেকে জয় হাসিল করেছিল ফরোয়ার্ড ব্লক। তৃণমূল দলটি আত্মপ্রকাশ করার পরে পরেই ১৯৯৮ সালে এই আসনটি কেড়ে নেয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠিত দলটির থেকে। এরপরের বছর ১৯৯৯ সালেও টিএমসি এই কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হয়। অবশেষে ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ সহ ২০২৪ সালে ঘাসফুলের কমান্ডিং জয়যাত্রা ছিল চোখে পড়ার মতো। সর্বশেষ লোকসভা ভোটে তৃণমূল এই আসনে বিজেপিকে হারিয়ে ছিল ১,১৪,১৮৯ ভোটের ফারাকে। বারাসাত লোকসভা এলাকায় মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১৯,০৫,৪০০ জন। ঘাসফুলের প্রার্থীকে ৬,৯২,০১০ জন এলাকার মানুষ ভোট দিয়েছেন। অতএব শতকরা হারে তিনি ভোট পেয়েছিলেন ৪৫.১৫%। সেখানে পদ্মসেবকের ঝুলিতে গিয়েছিল ৩৭.৭০% ভোট। সুতরাং ৫,৭৭,৮২১ বার কমল চিহ্নের বোতাম টেপা হয়েছিল তখন।

আর ২০২১ সালের রাজ্য বিধানসভার ভোট? সেখানেও এইসব এলাকায় এক ওভারের ছয়টি ডেলিভারিতে হরবার ছয়টি ছক্কা হাঁকানোর মতো সাতটিতেই সবুজ আবীরের দামাল ঝড় বয়ে গিয়েছিল। এই লোকসভার অন্তর্গত সাতটি কেন্দ্র যথা হাবড়া, অশোকনগর, রাজারহাট–নিউটাউন, বিধাননগর, মধ্যমগ্রাম, বারাসত এবং দেগঙ্গায় টিএমসি জিতেছিল যথাক্রমে ৪৫,৯৪৭, ২৩,৫৩২, ৫৬,৪৩২, ৭,৯৯৭, ৪৮,১২৬, ২৩,৭৮৩ এবং ৩২৫৩৭ ভোটের পার্থক্যে।

বারাসাত বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে তৃণমূল কিন্তু অনেকটাই অ্যাডভান্টেজে রয়েছে। সেই শিবিরের ধারণা, স্থানীয় পুরসভার মধ্যেকার সমস্যা কখনই নবান্ন মসনদ হাসিলের অন্তরায় হতে পারে না। তাছাড়া বিজেপিও এখানে সাংগঠনিক ভাবে যথেষ্ট দুর্বল। ফলে সাতটি আসনেই তারা আবার ক্লিন স্যুইপের আশায় ভরপুর মেজাজে রয়েছে। কিন্তু বিজেপি এই আসনগুলোকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির তাস খেলতে শুরু করেছে। তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে নারদা কেলেঙ্কারি থেকে শিক্ষক নিয়োগে তোলাবাজির অভিযোগ তুলে এলাকায় রাজনৈতিক ভাবে বাজার গরম করার চেষ্টা চালাচ্ছে ঠিকই। অন্তত নিদেনপক্ষে গোটা তিনেক আসনও যদি নিজেদের অনুকূলে শেষমেষ আনা সম্ভব হয়, সেই আশায় ভোটের ফলন গোটাতে ব্যস্ত এখন পদ্মচাষিরা।

১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ সাল। এই মধ্যবর্তী সময়টা বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রটি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারি ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে সোনালী অক্ষরে। এই লোকসভা আসন থেকে জিতে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংসদ স্বর্গীয় ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত সামলে ছিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ১৯৭৭ সালে এখানে জনতা দল জিতলেও ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪ সালের নির্বাচনগুলো একচেটিয়া জয়লাভ করে সিপিআই। এরপরেই রাজনৈতিক পালা বদল ঘটে এই নির্বাচনী ক্ষেত্রে। ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ এবং ২০২৪ সালে এখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বিজয়ের তকমা পেয়ে যায় চলতি কা নাম গাড়ির গতিতে। এখানকার সর্বশেষ ভোটযুদ্ধে মোট ভোটার ছিল ১৮,০৪,২৬১ জন। তারমধ্যে ৩৯.৮৭% ভোট অর্থাৎ ৪,৭০,২১৫ জনের সহযোগ পেলেও বিজেপিকে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল। কারণ ৮,০৩,৭৬২ জন এলাকাবাসী তৃণমূলের পক্ষেই রায় দেন। মানে ৫২.৭৬% ভোট করায়ত্ব করে তৃণমূল খুব সহজেই দিল্লিতে রওনা দেয়।

গত বিধানসভা ভোট বলতে ২০২১ সালের লড়াইয়ে বারাসাত লোকসভা এলাকার অনুকরণেই কালিঘাটের ঘাসভবন একচেটিয়া জয়লাভ করে বসিরহাট লোকসভা অঞ্চলটিও। স্থানীয় সাতটি বিধানসভা আসন মানে সন্দেশখালি, হাড়োয়া, বাদুড়িয়া, মিনাখাঁ, বসিরহাট উত্তর, বসিরহাট দক্ষিণ এবং হিঙ্গলগঞ্জ কেন্দ্র মেতে উঠেছিল একতরফা তৃণমূলী জয়ধ্বনিতে। এই সাতে সাত বিজয় রথে ভোট জয়ের প্রভেদটা ছিল তথ্যানুক্রমে ৩৯,৬৮৫, ৮০,৯৭৮, ৫৬,৪৪৪, ৫৫,৮৩০, ৮৯,৩৫১, ২৪,৪৬৮ আর ২৪,৯১৬টি ভোটের। একুশের এই পরিসংখ্যান নিয়ে ভোটের বিশ্লেষণ এখন করতে বসলে সদ্যজাত একটি শিশুও বলবে, ছাব্বিশের নবান্ন দখলে এই সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রগুলোতে তৃণমূলের দখলদারি আটকায় কার সাধ্য? কিন্তু অন্য একটি ফিসফিস সমালোচনাও এই সাতটি আসন সম্পর্কে হাটঘাটে উষ্ণ তরজা শুরু হয়েছে অতি সম্প্রতি। আসলে এখানেও যে এসআইআর চলছে রমরমিয়ে। ভুয়ো ভোটার পাল্লা দিয়ে কাটা যাচ্ছে ঝমঝমিয়ে। সুতরাং গেরুয়া শিবিরেরও কেমন কেমন দেখ লুঙ্গা মনোভাব। পাশাপাশি বসিরহাট কিন্তু দীর্ঘদিনের অচলায়তন পর্বত অনায়াসে উল্টিয়ে দিতে যে চিরকালের সিদ্ধহস্ত। নিশ্চয়ই অনেকের মনে থাকার কথা, সিপিআইয়ের লৌহসমান দীর্ঘকালের বাসরঘরে কিভাবে তৃণমূল ছিদ্র তৈরি করেছিল এই লোকসভা কেন্দ্রের আভ্যন্তরে। তেমনই নীল বাড়ির তখতের আগত পাঞ্জা লড়াইয়ে, সবুজ কেল্লার আকাশে গেরুয়া ঝড় যে একদমই উঠবে না, এমন নিশ্চয়তা কিন্তু ভোট বিশ্লেষকরা এখনও দিতে পারছেন না। তবে স্যোশাল মিডিয়ায় একটা বড় অংশের অভিমত, হয়তো তৃণমূলের মুষল পর্ব শুরু হয়েছে এই এলাকায়। যদিও এসবের নেপথ্যের নায়ক নাকি আসলে এসআইআর। ওই যে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে যে, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ। তাহলে এভাবেও কি বলা যেতে সাম্প্রতিক কচকচানির নির্যাস হিসেবে, ভোটার লিস্টে ভুয়ো কেটে তৃণমূলের যাত্রা পণ্ড?

আজও উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ওলাগ্রাম

অভীক মিত্র, সিউড়ি : যেখানে ঢাক ঢোল পিটিয়ে উন্নয়নের প্রচার করা হয় সেখানে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর ১নং ব্লকের বাজিতপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ওলাগ্রাম এখনো উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত।। এ যেন সেই বামফ্রন্ট সরকারের আমলাশোলকে মনে করিয়ে দেয়। দ্বারকা নদ তিনদিক দিয়ে ওলা গ্রামকে

ঘিরে রেখেছে। নদীর জলস্তর বাড়লেই গ্রামের মানুষজন গৃহবন্দি হয়ে যায়। গ্রামে একটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র থাকলেও শিক্ষকের অভাবে ২ বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ। দ্বারকা নদের একপাড়ে ওলাগ্রাম অন্যদিকে বাজিতপুর গ্রাম। মুদিখানার জিনিস সহ যেকোনো প্রয়োজনে যেতে হয় বাজিতপুরে। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে বলে, ওলাগ্রামকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে অনুন্নয়ন। ভালো পানীয় জল নেই। নেই ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা। শিক্ষার হাল বেহাল। দ্বারকা নদের উপর সেতু নির্মাণের দাবিতে পঞ্চায়েতসমিতি, জেলাপরিষদ এবং নবান্নে পিটিশন পাঠিয়েছি কিন্তু সুরাহা হয়নি।

গঙ্গাসাগরের চন্ডিপুরে একটি নির্জন সমুদ্র সৈকতে নির্বিচারে কাটা হচ্ছে ঝাউবন যা নষ্ট করছে সেখানেকার বাস্তুতন্ত্রকে। এই সমুদ্রতটটি সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণীদের বিচরণ ক্ষেত্র কিন্তু মানুষের কুদৃষ্টি প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে। প্রশাসন নির্বিকার। ছবি : প্রীতম দাস

অবলুপ্তির পথে ক্যানিং ডগঘাট

পার্থ কুশারী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অরণ্য বাংলাকে আজও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে। আর সেই বিস্ময়কর সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার হিসাবে এক সময় গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল দক্ষিণ সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং ডকঘাট। সময়ের স্রোতে সেই ডকঘাট প্রায় অস্তিত্বহীন, শুধু ইতিহাসের পাতায় বেঁচে আছে তার নাম। মাতলা নদীর বুকে গড়ে ওঠা ক্যানিং ডকঘাটটি ছিল সুন্দরবন যাত্রার অন্যতম প্রধানকেন্দ্র। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা প্রাচীন রেলপথ এসে শেষ হত এখানেই। লঞ্চ, স্টিমার আর নৌকায় করে জেলে, কাঠুরে, মধু, সংগ্রাহক ও পর্যটকেরা এখান

থেকেই পারি দিতেন গোসাবা, ঝড়খালি, সজনেখালি, কিংবা কলশদ্বীপের উদ্দেশে। নদীর কলকল ধ্বনি, নৌকার ভিড় আর মানুষের ব্যস্ত পদচারণায় মুখর থাকতো এই ঘাটটি। কিন্তু সময় বদলেছে। এক সময়ের প্রমত্তা মাতলা আজ প্রায় মৃতপ্রায়। ২০১১ সালে মাতলার উপর কংক্রিটের সেতু নির্মাণের পর সড়কপথেই সহজে যাতায়াত শুরু হয়। ফলে ধীরেধীরে গুরুত্ব হারায় ডকঘাট। আজ আর জেলে, নৌকা কিংবা জীবিকার সন্ধানে মানুষ নামে না এখানে। নীরবতা গ্রাস করেছে একসময়ের কর্মচঞ্চল ঘাটকে। ১৮৬৭ সালে বড়লাট লর্ড কানিংয়ের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই বন্দর একসময় ছিল বাংলার বাণিজ্য ও যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। আজ সেই ক্যানিং ডকঘাট দাঁড়িয়ে আছে অতীতের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে– ইতিহাসের নীরব সাক্ষী, যার বুকজুড়ে শুধু স্মৃতি আর হারিয়ে যাওয়া সময়ের দীর্ঘশ্বাস।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বাণীপুর খামারের ট্রাক্টর অচল কৃষি দপ্তর ভ্রুক্ষেপহীন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

কৃষি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য যখন নানা রকম পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সেই সময় সরকারী কৃষি খামারে বহু মূল্যবান ট্রাকটর জং ধরে নষ্ট হতে চলেছে, এই মর্ম্মে যে সংবাদ আমাদের দপ্তরে এসেছে তা অবিশ্বাস্য হলেও খাঁটি সত্য। সংবাদে প্রকাশ উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া খানার বাণীপুর শিক্ষাকেন্দ্রের কৃষি খামারের বিশাল ট্রাক্টরটি কয়েক বছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। প্রতি বছর ভাড়া করা টাক্টর ও লাঙ্গল দিয়ে চাষ করার ফলে সরকারী অর্থের প্রচুর অপচয় হচ্ছে। সংবাদে আরও প্রকাশ, বাণীপুর শিক্ষাকেন্দ্রে সরকারের প্রায় ২০০ বিঘা চাষের জমি আছে। এই সব জমিতে প্রতি বছর ধান, গম, ডালকড়াই ও শাকসবজী উৎপন্ন হয়।

একজন সরকারী কৃষি বিশেষজ্ঞের–পরিচালনায় এখানকার যাবতীয় কৃষিকাজ পরিচালিত হচ্ছে। জানা গেল, অকেজো ট্রাক্টরটি জার্মানীতে তৈরি। নাম তার ''হ্যানোমাগ''। অতি মূল্যবান ও শক্তিশালী ধরণের ট্রাক্টর। অনুসন্ধানে জানা গেল, দীর্ঘদিন ধরে বহু লেখালিখি সত্ত্বেও ট্রাক্টরটি মেরামত করার ব্যবস্থা হয়নি।

ট্রাক্টরটিকে এখনও যদি সারানোর ব্যবস্থা না হয় তাহলে এর অস্তিত্বকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। গোপন সূত্রের সংবাদে প্রকাশ, লোভী কালোয়াররা নাকি হাঁ করে তাকিয়ে আছে কবে নাম মাত্র মূল্যে এই ট্রাক্টরটি তাদের হস্তগত হ"বে। আশাকরি জেলা কৃষি দপ্তর সে সুযোগ নিশ্চয়ই দেবেন না।

১০ম বর্ষ, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭৫, শনিবার, ০৮ সংখ্যা

২০ বছর কারাদণ্ডের আদেশ দিল আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, দঃ ২৪ পরগনা : ২০২৪ সালের ২২ নভেম্বর রাতের ঘটনা। বারুইপুর থানার পুলিশ বারুইপুর–ক্যানিং রোড–এর কুড়ালি বাজার–এর কাছে নাকা চেকিংয়ের সময় দ্রুত গতিতে আসা একটি কালো আর্টিকা গাড়ি আটক করে পুলিশ। গাড়ির মধ্যে ৪ জন ছিলেন। আচমকা গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ১২০.৭৬৭ কেজি গাঁজা, নগদ ১,৮৮,১২০ টাকা, একটি স্কুল ব্যাগ, একটি লেডিস ব্যাগ এবং একটি মোবাইল ফোন। গাড়ি থেকে পুলিশ কার্তিক নস্কর, সৌভিক বৈদ্য, দেবনাথ নস্কর, বাসন্তী সেনাপতি নামে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস–এর ২০(বি)(২),(সি)/২৯ ধারায় মামলা দায়ের হয়। চলতি বছর ২২ ডিসেম্বর আলিপুর কোর্টের ১২তম অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ দীননাথ প্রসাদ ৪ জন অভিযুক্তদের ২০ বছরের কারাদণ্ড এবং ২,০০,০০০ টাকা জরিমানা করেন। অনাদায়ে আরো দু বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে এই রায় ও দেওয়া হয়। এই মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন বারুইপুর থানার এস.আই তুহিন মণ্ডল। তিনি তাঁর সুনিপুণ তদন্তের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে আদালতে চার্জশিট পেশ করেন। পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন অমল পল। ট্রায়ালের সময় বারুইপুর পুলিশ জেলার ট্রায়াল মনিটরিং সেলের ও.সি. এস.আই জয়ন্ত কুমার দাস এবং তাঁর দল পাবলিক প্রসিকিউটর অমল পালকে ট্রায়ালের সময় যথাযথ সহায়তা করেন।

পোস্ট অফিস থেকে ছিনতাই ৫০ হাজার টাকা

অরিজিৎ মণ্ডল, ডাঃহাঃ : ডায়মন্ডহারবার পোস্ট অফিসের মধ্যে থেকে এক মহিলার ব্যাগ কেটে ৫০ হাজার টাকা ছিনতাই এর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই মহিলার নাম অপর্ণা ভাণ্ডারী। ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ঘরের কাজের জন্য ২৩ ডিসেম্বর পোস্ট অফিস থেকে ১ লক্ষ টাকা তিনি তোলেন কিন্তু পোস্ট অফিসের ভিতরে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ করেই ব্যাগ কেটে ৫০ হাজার টাকা বের করে নেয় ছিনতাই বাজরা। বিষয়টি বুঝতে পেরে অপর্ণা ভাণ্ডারী তড়িঘড়ি ফোন করেন তার বৌমাকে। অন্যদিকে পোস্ট অফিসের সিসিটিভি ক্যামেরা চেক করতে গিয়ে দেখা যায় তা সমস্তটাই অস্পষ্ট। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ করেছেন তিনি। তবে প্রশ্ন উঠছে জেলার এত বড় পোস্ট অফিসে নিরাপত্তা কোথায়? যেখানে প্রতিদিন এত টাকার লেনদেন হয়, সেখানে ক্যামেরা থাকলেও তা সঠিকভাবে কেন কাজ করবে না। সাধারণ খেটে খাওয়া গরীব মানুষের টাকার নিরাপত্তা কোথায়। অন্যদিকে, ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। তবে এ বিষয় নিয়ে পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষের সাথে

কথা বলতে গেলে তারা কোন রকমই সহযোগিতা করেননি বলে দাবি পরিবারের লোকজন এমনকি সংবাদমাধ্যমের সামনেও মুখে কুলুপ এঁটেছে ডায়মন্ড হারবার পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ।

প্রতারণা, গ্রেপ্তার ৯

রবীন দাস, কাকদ্বীপ : কল সেন্টার চালিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করল সুন্দরবন জেলার সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে এক ব্যক্তিকে লোন দেওয়ার নাম করে প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। তিনি বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ওই টাকাগুলি পাঠিয়েছিলেন। সেই নথিপত্র সহ প্রতারিত ওই ব্যক্তি পরে সুন্দরবন পুলিশ জেলার সাইবার ক্রাইম থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নামে। এরপরই পুলিশ ওই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও মোবাইল নম্বরগুলি যাচাই করে মধ্যমগ্রামের একটি ফেক কল সেন্টারকে শনাক্ত করে। ওই কল সেন্টারে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ বেশ কয়েকটি মোবাইল উদ্ধার করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতদের ২৪ ডিসেম্বর কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ জনকে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। এছাড়াও ৪ জনকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যু স্টেশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ২৫ ডিসেম্বর সকালে ক্যানিং ষ্টেশনে এক বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মৃতের নাম অতুলকৃষ্ণ দাস(৭৫)। বাড়ি বাসন্তী থানার চুনাখালির বগুলাখালি এলাকায়।

রেল পুলিশ সূত্রের খবর, সোনারপুরের বাড়িতে যাবে বলে ওইদিন সকালে বাড়ি থেকে একাই বেরিয়েছিলেন বৃদ্ধ। ক্যানিং ষ্টেশনে বসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময় আচমকা অসুস্থবোধ করে প্লাটফর্মে শুয়ে পড়েন। অন্যান্য যাত্রীরা কর্তব্যরত আরপিএফ ও জিআরপিকে ঘটনার কথা জানায়। তাঁরা দ্রুততার সাথে বৃদ্ধকে উদ্ধার করে। চিকিসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে শেষ রক্ষা হয়নি মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন বৃদ্ধ। রেলপুলিশের তরফে ঘটনার কথা বৃদ্ধের পরিবারকে জানা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন পরিবারের লোকজন।

কর্মবিরতির হুমকি আশা কর্মীদের

সুভাষ চন্দ্র দাশ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ৮ দফা দাবী না মিনলে ২৩ ডিসেম্বর থেকে কর্মবিরতির হুঁশিয়ারী দিলেন ক্যানিং ১ ব্লকের ২৫৬ জন আশাকর্মী। তারা ২২ ডিসেম্বর দুপুরে দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি জমা দেন ক্যানিং ১ ব্লকের এসিএমওএইচ এর দপ্তরে। আশাকর্মী অনিমা পাত্র, চৈতালি মণ্ডল, রীণা পাইক, রিংকু সাঁফুই, সুকন্যা সাঁফুই, শ্রাবন্তী বিশ্বাস'দের দাবি, আমরা মা ও শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা দিয়ে থাকি। এছাড়াও আমাদেররকে বাধ্যতামূলক ভাবে জল পরীক্ষা, খেলা, মেলা, ডোট, স্কুল পরীক্ষায় ডিউটি এমনকি দুয়ারে সরকারেও আমাদের কাজ করতে হয়। কাজ করার পর মাসের পর মাস উৎসাহ ভাতা সহ বিভিন্ন কাজের টাকা পাওয়া যায় না। এমনকি ৪ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত টাকা বাকি রাখা

হয়। আশাকর্মীদের বেতন দেওয়া হয় মাত্র ৫২৫০টাকা। যা বেঁচে থাকার মতো পর্যাপ্ত নয়। সেখানে আমাদের বেতন নুন্যতম ১৫০০০ টাকা করতে হবে। এছাড়াও বিগত দিনের ৪ মাসের ইন্সেন্টিভ, ১ বছরের পিএলআই সহ সমস্ত পরিষেবার টাকা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। মোবাইলের কোন অ্যাপে কাজ করানো যাবে না। এছাড়াও কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সরকার ঘোষিত সমস্ত ছুটি দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত ইন্সেন্টিভ দ্রুত কার্যকরী করতে হবে। তা নাহলে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতিতে সামিল হতে বাধ্য থাকবো।'

আগুনে পুড়লো ২টি ট্রলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ ডিসেম্বর রাতে হঠাৎই এফবি লোকনাথ নামক একটি ট্রলারে আগুন ধরে যায়। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। কিন্তু বাতাস বেশি থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যে সেই আগুন পাশে থাকা আরও একটি ট্রলারে আগুন লেগে যায়। খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে ও কাকদ্বীপ থানায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। কিন্তু প্রবল লেলিয়ান শিখা থাকায় আগুন নেভাতে দমকলকে বেশ বেগ পেতে হয়। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা পর দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে। যদিও কিভাবে আগুন লাগল পুলিশ ও দমকল বিভাগ তদন্ত শুরু করেছে।

ঝিকুরিয়ার জল প্রকল্প হাঁসপাহাড়িতে, অভিযোগ

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : আমরা ছোটবেলায় পড়েছি অবাক জলপান। আর সত্যি সত্যি এখন ছাতনা ব্লকের মানুষ অবাক জলপানের পাল্লায় পড়ে গেছেন। ছাতনা ব্লকের সবথেকে পিছিয়ে থাকা অঞ্চল হচ্ছে জিডরা ও ঝুঞ্জকা অঞ্চল। এই অঞ্চলের ঝিকুরিয়া বলে একটি গ্রামের জলের একমাত্র ভরসা হচ্ছে প্রাইমারি স্কুলের সোলার প্রজেক্টের জল। এই জলই পুরো গ্রামের মানুষের ভরসা। একমাত্র স্কুলের কাছের টিউবল অচল অবস্থায় পড়ে আছে দীর্ঘদিন। এই অবস্থায় ঝিকুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারি ভাবে আসা আরেকটি সোলার জলের প্রজেক্ট শাসক দলের লোকেরা হাঁসাপাহাড়ি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাগিয়ে অবাক করে দিয়েছেন

ঝিকুরিয়া গ্রামের মানুষজনকে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ঝিকুরিয়ার নামে নামাঙ্কিত করা প্রকল্প রাতারাতি শাসক দলের কিছু বুদ্ধিজীবী লোক হাঁসপাহাড়িতে স্থাপন করেছেন। ঝিকুরিয়ার নাম কেটে লেখা হয়েছে হাঁসপাহাড়ি। শাসকদলের এই কাণ্ড রীতিমত ক্ষুব্ধ ঝিকুরিয়াবাসী।

বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর জখম স্কুল পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : বাসন্তীতে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হল চতুর্থ শ্রেণীর এক স্কুল পড়ুয়া। গুরুতর জখম কালো গায়েন নামে ওই স্কুল পড়ুয়া কলকাতার পিজি হাসপাতালের ভেন্টিলেটরে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনায় তার ডান হাত ও দুটো চোখ মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তী থানার আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়িমাচান এলাকার খড়িমাচান নজরুল সংঘ ক্লাবের জায়গা নিয়ে স্থানীয় শেখ ও গায়েন পরিবারের মধ্যে কয়েক দিন ধরে দ্বন্দ্ব চলছিল। ২৫ ডিসেম্বর সেই সমস্যা সমাধানের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সালিশি সভা হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় স্থানীয় আনার শেখের বাড়িতে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় কালো গায়েন নামে চতুর্থ শ্রেণীর ওই স্কুল পড়ুয়া।

জানা গিয়েছে, পারিবারিক কারণে শেখ ও গায়েন পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। সেই কারণে ২০১৯ খুন হয় শেখ পরিবারের রহিম সেখ। স্থানীয়দের দাবি, পুনরায় গণ্ডগোল পাকানের জন্য আনার শেখ তার বাড়িতেই বোমা তৈরি করছিল। সেই সময় সেখানে ওই স্কুল পড়ুয়া সহ অন্যান্য ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করছিল। আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় জোড়োর মোড় এলাকায় একটি নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে প্রথমে

কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল হয়ে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল জানিয়েছে, 'একটি ক্লাব নিয়ে গণ্ডগোলের সুত্রপাত। দুই পরিবারের বিবাদ। এর মধ্যে কোন রাজনৈতিক যোগ নেই। পুলিশকে ঘটনার কথা জানিয়েছি। পুলিশ তদন্ত করছে।'

বাসন্তীর প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ নস্কর জানিয়েছেন, 'ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক! আমি কামনা করবো শিশুটি যাতে সুস্থ হয়ে মায়ের কোলে ফিরে আসে। বাসন্তীতে বহুদিন ধরে এমন ঘটনা ঘটে চলেছে। মারামারি খুনোখুনি চলতেই থাকে বাসন্তীতে। অবৈধ ভাবে বোমা বন্দুকের বিরুদ্ধে পুলিশকেই সক্রিয় হতে হবে।'

বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক জানিয়েছেন, 'গত সাড়ে ১৪ বছরের রাজ্যটা বোমা, বারুদ, বন্দুকের আঁতুড় ঘর তৈরি হয়েছে। আর বাসন্তীর ঘটনা নতুন কিছু নয়। বাসন্তীতে বারে বারে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আমঝাড়ায় যে ঘটনা ঘটেছে এটা তৃণমূলী দুষ্কৃতিদের কাজ। আর এই সমস্ত ঘটনা পুলিশের মদতেই হয়। এখানে বোমা, গুলি বারুদের আঁতুড়ঘর। প্রশাসন সঠিভাবে কাজ করলে এমন ঘটনা ঘটতো না।'

সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে শিশুটির ডান হাত ও বাঁ চোখ পুরোপুরি ভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ডান চোখটি জখম হলেও জরুরীকালীন অস্ত্রপচার চলছে সেটি বাঁচানোর জন্য।

তৃণমূল ছেড়ে যোগদান সিপিআইএমে

উত্তম কর্মকার, কুলপি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভার অন্তর্গত ঢোলা থানার অধীনে ঢোলা বাজারে ২৫ ডিসেম্বর সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইনিয়নস–এর ডাকে ঢোলা হাট থানা ডেপুটেশন ও যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমঃ ইব্রাহিম আলী, কুল্পী এরিয়া কমিটি সভাপতি কমরেড অজয় পুরকাইত ও অন্যান্য নেতা কর্মীবৃন্দ। এদিনের এই কর্মসূচি থেকে ২২ জন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব সিপিএম এ যোগদান করে। পাশাপাশি বর্তমানে শাসক দল বিভিন্ন টোটোর ক্ষেত্রে যে কিউআর কোড ব্যবহারের কথা জানিয়েছে তা নিয়েও বিরোধিতা করে থানায় ডেপুটেশন দেন সিপিএম নেতৃত্বরা। বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য ইব্রাহিম আলী জানান, যারা যারা তৃণমূল ছেড়ে আজ সিপিএমে যোগ দিল প্রত্যেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন এবং সক্রিয় কর্মী হিন্দু বর্তমানে শাসক দলের একের পর এক দুর্নীতি গরীব খেটে খাওয়া মানুষের ওপর অত্যাচার নিপীড়ন তারা মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা তৃণমূল ছেড়ে সিপিএম–এ যোগদান করল। আগামীদিনে মানুষ বুঝতে পেরেছে তাকে কোথায় যেতে হবে কি করতে হবে তার উত্তর ২৬–এর নির্বাচনে ঠিক সময় পেয়ে যাবে শাসক দল।

বছরের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রীর সাগর পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : ২০২৬ সালের গঙ্গাসাগর মেলা এখন দোরগোড়ায়। আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হতে চলেছে পুণ্যার্থীদের এই মহাসম্মেলন। তার আগেই মেলার প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই সাগরদ্বীপে পা রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরের প্রস্তুতি ঠিক কতটা এগোল, তার খতিয়ান নিতে ২১ ডিসেম্বর গঙ্গাসাগর পরিদর্শনে এলেন জেলাশাসক অরবিন্দু কুমার মিনা, উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও সহ জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। প্রতিনিধি দলটি মেলার প্রধান চত্বর, কপিল মুনির আশ্রম সংলগ্ন এলাকা এবং হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড পরিদর্শন করেন। জেলাশাসক প্রতিটি কাজের অগ্রগতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কথা বলেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর আসার আগে সমস্ত কাজ নির্ভুলভাবে শেষ করার নির্দেশ দেন। এবারের গঙ্গাসাগর মেলার অন্যতম প্রধান

আকর্ষণ হতে চলেছে বাংলার ৭টি বিখ্যাত মন্দিরের আদলে তৈরি মণ্ডপ। মেলা প্রাঙ্গণে দর্শকদের নজর কাড়তে এই মন্দিরগুলির বিশাল প্রতিকৃতি তৈরি করা হচ্ছে, যার মধ্যে সবথেকে আকর্ষণীয় হিসেবে থাকছে দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দির। বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতেই এই অভিনব উদ্যোগ। প্রশাসনিক কর্তারা এদিন এই মন্দিরগুলোর নির্মাণকাজ খুঁটিয়ে দেখেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর কেবল মেলা পরিদর্শনেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। সূত্রের খবর, বহু প্রতীক্ষিত মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর গঙ্গাসাগর সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে পারেন তিনি। এই সেতুটি চালু হলে মুড়িগঙ্গা পারাপারে কয়েক দশকের দুর্ভোগের অবসান ঘটবে। এছাড়াও সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নে একাধিক নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার কথা রয়েছে তাঁর। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা ও মেলার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ড্রোন নজরদারি এবং সিসিটিভির সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। হেলিপ্যাড থেকে মেলা প্রাঙ্গণ–সর্বত্রই কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা হচ্ছে। মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই মেলার প্রস্তুতির ওপর নজর রাখছেন। রেকর্ড ভিড় সামাল দিতে প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

২৬ ডিসেম্বর মেলায় ত্রিস্তরীয় অগ্নিসুরক্ষার প্রস্তুতি ক্ষতিয়ে দেখেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু।

বিধ্বংসী আগুনে ছারখার কয়েকশো বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা : ২৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যে পাঁচটা নাগাদ দক্ষিণ শহরতলীর মহেশতলা পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পাহাড়পুরের একটি বস্তি এলাকায় আগুন লেগে যায়। সেই আগুনে প্রায় ১০০–এর

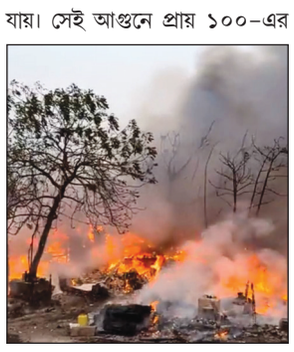

অধিক বাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। দমকলের ছটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা পর আগুনের পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ। রবীন্দ্রনগর থানার আইসি মাইকিং–এর মাধ্যমে সকলকে নিরাপদ দূরত্বে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আগুন কিভাবে লাগলো সে বিষয়ে খতিয়ে দেখছে দমকল দপ্তর। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, আগুনে বাড়িঘর যেমন ভস্মীভূত হয়েছে তেমনি অনেক গবাদি পশু–পাখিও আগুনে পুড়ে মারা গেছে। অনেকের টাকা পয়সা ও গুরুত্বপূর্ণ নথি ধ্বংস হয়ে গেছে। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা সুমন রায় চৌধুরী বলেন, আগুন কিভাবে লাগলো সেটা এখনো জানা যায়নি তবে অনেকের বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার ছিল সেগুলিতে আগুন লেগে যাওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের স্কুলে সরিয়ে আনা হয়েছে। সেখানে শীতবস্ত্র ও খাবার দাবারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শীতের রাতে রাস্তায় ও পার্কে আগুন জ্বালানো নিষিদ্ধ

বরুণ মণ্ডল : শীতকাল পড়তেই ধোঁয়া ঘিরে ধরেছে কলকাতাকে। কলকাতা পৌরসংস্থা নির্দেশিকা দিয়ে পৌর এলাকায় সন্ধ্যা–রাতে আগুন জ্বালানো বন্ধ করা, গাছের শুকনো পাতা পোড়ানো বন্ধ করার ব্যবস্থা বা শীতকালে রাস্তার ঠিক পাশের গাছ গুলি(আর্বান ফরেস্ট্রি) ধোঁয়ার সে সমস্ত ব্যবস্থাগুলি কলকাতা পৌরসংস্থা করে, কিন্তু সেটা অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রতুল। উত্তর কলকাতার

১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় এক প্রস্তাবে বলেন, বরোভিত্তিক জলের গাড়ি না থাকায় 'স্মগ কন্ট্রোল এবং রাস্তার পাশের গাছগুলি ধোঁয়ার জন্য যথেষ্ট জলের জোগান পাওয়া যাচ্ছে না। জলের গাড়ি প্রয়োজন বিশেষ করে ৫৮ বিঘার দেশবন্ধু পার্কের গাছে জল দেওয়ার জন্য। সেখানে নিজস্ব ওয়াটার সোর্স ভীষণ রকম কম। ফলে প্রতি বছর নভেম্বরে থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত দেশবন্ধু পার্ক ভীষণ রকম জল কষ্টে ভোগে। এখানে একটু নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তর মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় যেটা বললেন, তা মূলত বরোভিত্তিক বা ওয়ার্ডভিত্তিক জলের গাড়ির ব্যবস্থা করা যায় কী না? পরিবেশ বিষয়ে বলতে গেলে, দেশবন্ধু পার্কে ইতি মধ্যেই বিভিন্ন গাছে জল দেওয়ার জন্য এবং রাস্তা ধোঁয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই অঞ্চল জুড়ে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের মধ্যে থেকে গত পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচি আমরা নিয়েছি এবং বিভিন্ন কাজও হচ্ছে। কিন্তু ওয়ার্ডভিত্তিক বা বরোভিত্তিক জলের গাড়ি দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। তবে যখন যেটা প্রয়োজন, যেমন–স্প্রিঙ্কলার বা রাস্তা ধোঁয়া বা গাছে জল দেওয়া বা গাছ ধোঁয়ার ব্যবস্থা কলকাতা পৌরসংস্থা করেছে। আগামীদিনে আরও স্প্রিঙ্কলার কেনার পরিকল্পনা হয়েছে। তবে পার্ক অ্যান্ড স্কোয়্যার ডিপার্টমেন্টে চাইলে, যদি থাকে তবে পেতে পারেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, কলকাতায় পরিবেশ বান্ধবতার স্বার্থে এখনই মিক্সড ক্যানন দুটি, ওয়াটার স্প্রিঙ্কলার ২০টি এবং ওয়াটার স্টেপলার ৮টি এখনই চলছে।

মেয়র পারিষদ আরও বলেন, তবে পৌরপ্রতিনিধিদেরও সমাজের প্রতি দায়দায়িত্বে কিছুটা ভাগ নিতে হবে। শীত পড়লে দেখা যায় বহু জায়গায় পাতা–কাঠ পোঁড়াতে বা টায়ার পোঁড়াতে দেখা যায়। দেখবেন, যাতে এটা বন্ধ করা যায়। তাহলে স্থানীয় স্মগটাকে কমাতে পারা যাবে। ইতিমধ্যে পৌর পরিবেশ দপ্তরকে বলেছি পৌর মহাধ্যক্ষের মাধ্যমে কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে একটা চিঠি দেওয়ার জন্য, যাতে কলকাতা পৌর এলাকার সমস্ত থানায় এই সার্কুলারটা করে দেওয়া যায় যে, স্থানীয় পৌরবাসিন্দাদের পরিবেশ সচেতন করা। যে রাস্তায় পথে মাঠে আগুন জ্বালানো পুরোপুরি নিষিদ্ধ। গাছের পাতা বা টায়ার জ্বালাবেন না। কলকাতা শহরটা ঘন জনবসতি পূর্ণ। এখানে দিনেরাতে যতো পেট্রোল–ডিজেল গাড়ি নিত্য চলে, তাতেও পরিবেশকে আরও দূষণমুক্ত জায়গায় আনতে হবে বলে মেয়র পারিষদ জানান।

খাদ্যসাথী প্রকল্পে মাসিক ১০ কেজি খাদ্য সামগ্রী দিতেই হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এরাজ্যে দুয়ারে রেশন প্রকল্পকে বজায় রাখতে রাজ্য সরকার সদর্থক ভূমিকা পালন করছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল এম. আর. ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় এবং রাজ্যের ১৯,৮৯৫ জন রেশন ডিলারদের(রাজ্যে মোট রেশন ডিলার রয়েছে ২০,৭৬৫ জন) আর্থিক ভাবে সুরক্ষিত রাখতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে এবং বাংলার রেশন ডিলারদের কমিশন বৃদ্ধির দাবিতে এবং রেশন ডিলারদের মৌলিক অধিকার বজায় রাখতে অ্যাসোসিশনের রাজ্য কমিটির উদ্যোগে রাজভবনে প্রতিনিধিমূলক রাজ্য নেতৃত্বগণ রাজ্যপালের কাছে

অ্যাসোসিয়েশনের মৌলিক দাবি দাওয়া স্মারকলিপি প্রদান করে।

দাবিসমূহের মধ্যে ছিল : (১) বাংলার জনগণের স্বার্থ রক্ষায় দুয়ারে রেশন প্রথা বজায় রাখতে হবে। (২) সার্ভার সমস্যা সমাধানে একমাত্র বিকল্প উপায় হচ্ছে, কেবলমাত্র রেশন দ্রব্য সরবরাহ করা সঙ্গে বিতরণ করার জন্য সার্ভার চালু রাখতে হবে। তাহলেই সার্ভার সমস্যার সমাধান হবে। এছাড়াও রেশন গ্রাহকদের উন্নতমানের পরিষেবা দেওয়ার স্বার্থে প্রতিটি রেশন দোকানে বর্তমান ই–পজ মেশিন পরিবর্তন করে নতুন উন্নতমানের ডিজিটাল ই–পজ সিস্টেমের মেশিন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন প্রকল্পকে বজায় রেখে এবং বর্তমানের বরাদ্দকৃত ৫ কেজি খাদ্য সামগ্রী পরিবর্তন করে মাসিক ১০ কেজি খাদ্য সামগ্রী উপভোক্তাদের প্রদান করতে হবে। খাদ্যসাথী প্রকল্পের ক্ষেত্রেও একইভাবে মাসিক ১০ কেজি খাদ্য সামগ্রী উপভোক্তাদের প্রদান করতে হবে। (৪) রাজ্যের স্বচ্ছ রেশন ব্যবস্থাকে বানচাল করতে পরিকল্পিত ভাবে পরিদর্শনের নামে এক শ্রেণির অসাধু পরিদর্শকরা অনৈতিক অভিযান চালাচ্ছেন এবং রেশন ডিলারদের ভয় ভীতি প্রদর্শন করে তোলাবাজি করছেন। রাজ্যের স্বচ্ছ রেশন ব্যবস্থাকে অস্বচ্ছ করার চক্রান্ত অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। (৫) রাজ্যের রেশন ডিলারদের আর্থিকভাবে উন্নতি করতে সরকারি নন পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের(পিডিএস) দ্রব্য দোকানে বিক্রি করার আদেশকে আরও সরলীকরণ করতে হবে বলে দাবি জানান রাজ্যের এম. আর. ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের(গ্রামীণ) সাধারণ সম্পাদক হাজী হাসান উল্লাহ লস্কর ও তার সহযোগীরা।

দুর্গোৎসবের বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং খোলা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন দপ্তর কলকাতায় উৎসবের মরসুমে লাগানো প্রায় ৩০০০ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং খুলে নিল। ২০২৫–এর শারদোৎসব উপলক্ষ্যে রাজসড়কের দুধারে অস্থায়ী বিজ্ঞাপন লাগাতে বাঁশের কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল, এরকম প্রায় দু"হাজারেরও বেশি বিজ্ঞাপনের অস্থায়ী পরিকাঠামো খোলা হয়েছে।

এছাড়া শারদোৎসবের পর থেকে ডিসেম্বর মাসের প্রথম পক্ষ পর্যন্ত ১৫ দিন অভিযান চালিয়ে জরিমানা বাবদ কলকাতা পৌরসংস্থা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আদায় করেছে। ইএম বাইপাস, ধর্মতলা, পার্কস্ট্রিট, এক্সাইড, গুরুসদয় রোড, সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউ সহ সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন রাস্তা থেকে বিজ্ঞাপন কাঠামো খোলা হয়েছে।

শহর জুড়ে যত্রতত্র হোর্ডিং ভেঙে দৃশ্যদূষণ কমাতে তৎপর কলকাতা পৌরসংস্থা। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এই বিষয়ে একাধিকবার উষ্মা প্রকাশ করেছেন ও কঠোর হাতে অবৈধ হোর্ডিং ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে শহরকে বিজ্ঞাপনের দৃশ্যদূষণের হাত থেকে রেহাই দিতে একাধিক পদক্ষেপ করতে চলেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। কোনও কোনও এলাকাকে সম্পূর্ণ 'নো হোর্ডিং জোন যেমন করা হচ্ছে, তেমনই খতিয়ে দেখা হচ্ছে শহরের যত্রতত্র বেসরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাঠামোগুলির হালচাল। তা করতে গিয়েই নজরে এসেছে, রাস্তার ধার, খালি জমি থেকে শুরু করে পুরনো বাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য বেসরকারি 'অ্যাড–স্পেস রয়েছে। কিন্তু সেগুলির লোহার কাঠামো অনেক জায়গাতেই খালি পড়ে থাকছে বা ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘদিন এসব স্পেসে বিজ্ঞাপন লাগানো হয় না। এমনকী বিজ্ঞাপন থাকলেও কলকাতা পৌরসংস্থা বছরের পর বছর ধরে তা থেকে কোনও বিজ্ঞাপন ফি পায় না। তাই বিভিন্ন বেসরকারি বিজ্ঞাপন সংস্থার আওতাধীন এই ধরনের 'অ্যাড–স্পেস ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে আদায় করা হয়েছে বিজ্ঞাপন বাবদ বকেয়া ফেলে রাখা ফি। সম্প্রতি বেহালার সখেরবাজার, চৌরাস্তা এবং তারাতলা রোডে এমন বেশ কয়েকটি 'অ্যাড–স্পেস পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন দপ্তর খুলে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে হোর্ডিং–ব্যানার না খোলায় একাধিক বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থাকে জরিমানা করেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। এবছর কলকাতা পৌরসংস্থা নোটিশ দিয়ে জানিয়েছিল, দুর্গা পুজোর দশমীর পর ৭–১০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং খুলে ফেলতে হবে। সেই নির্দেশ অমান্য করায় অনেক সংস্থাকেই জরিমানা দিতে হয়েছে। তবে একই সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটি বা বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থা সময় মতো নিজেরাও বিজ্ঞাপন খুলে নিয়েছে বলে জানিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, নিয়ম মানা বিজ্ঞাপনদাতার সংখ্যা প্রায় ৭০–৮০ ভাগ। বাঁশের কাঠামো গত বছর পুরোপুরি পৌরসংস্থাকে খুলতে হয়েছিল। এবার অন্তত ২০–৩০ শতাংশ বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থা নিজেরাই এ কাজ করেছে। এখনও পর্যন্ত ৬০টি জরিমানার চিঠি পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী সময় এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে জানাচ্ছে বিজ্ঞাপন দপ্তর। এক আধিকারিক জানালেন, বিজ্ঞাপনের যে স্বাভাবিক রেট রয়েছে, সেই টাকা তো দিতেই হবেই, জরিমানাবাবদ তার সঙ্গে আরও প্রায় ৩ গুণ টাকাও দিতে হবে। সাথে যুক্ত হবে ব্যানার, ফ্লেক্স বা বাঁশের কাঠামো খোলার খরচ। প্রতিটি বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার থেকে সেই খরচ বাবদ অতিরিক্ত ৬ হাজার টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। গতবছর জরিমানাবাবদ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা আদায় করেছিল কলকাতা পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন দপ্তর।

বার্তা

অর্চনা: ৪ মহেশতলা বাটার মোড় যুবকবৃন্দ আয়োজিত ৪৪ তম সন্তোষী মাতার পুজো আয়োজন করেছে।

সুবর্ণ জয়ন্তী : অল ইন্ডিয়া হোমিওপ্যাথেটিক কংগ্রেস তাদের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য ও মানস ভুঁইয়া। সহ সংগঠনের চেয়ারম্যান ড. শ্যামল কুমার মুখার্জী ও অন্যান্যরা। **ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র**

বই পার্বণ : দক্ষিণ কলকাতা বেহালার বড়িশা হাই স্কুল মাঠে ২৬ তম বেহালা বইমেলা শুরু হয়ে গেল। এই মেলা চলবে ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলায় প্রতিদিনই উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। মেলার দায়িত্বে রয়েছেন সভাপতি সুদীপ কিরণ গোস্বামী, কার্যকরী সভাপতি শিবপদ দত্ত, সম্পাদক প্রদীপ জোয়ারদার, কোষাধ্যক্ষ কল্যাণ কুমার চক্রবর্তী। এই মেলা প্রতিষ্ঠাতা করেছিলেন অমর নস্কর। বইমেলাতে ৭০ টির মতো স্টল রয়েছে।

ছবি : অরুণ লোধ

মেলা : বি কলকাতা প্রেস ক্লাবে হস্তশিল্পের প্রসার ঘটাতে শুরু হল হস্তশিল্পের মেলা। উদ্বোধন করলেন প্রবীণ সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিষ সুর সহ অন্যান্য সদস্যরা।

প্রস্তুতি : ৪১ তম বাঁকুড়া বইমেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য, নাচ, গান আবৃত্তি অনুষ্ঠানের অডিশন চলছে। বইমেলা শুরু হবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত।

নতুন শ্রম আইনে বেসরকারি ক্ষেত্র রাজ্য সরকারের আওতায় পড়বে

প্রিয়ম গুহ : মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)–র উদ্যোগে দ্য পার্ক হোটেলে অনুষ্ঠিত হল এমসিসিআই নলেজ সিরিজ–এর অধীনে নতুন শ্রম আইন ২০২৫ বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা। সভায় শ্রম সংস্কারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন দেশের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞরা। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট্রাল ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার ক্ষিতিজ জৈন, খৈতান অ্যান্ড কোং–এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অরবিন্দ বহেতি এবং পশ্চিমবঙ্গ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব জুরিডিক্যাল সায়েন্সেস–এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (আইন) বনীতা পাটনায়ক।

ক্ষিতিজ জৈন বলেন, 'আগে মজুরি, শিল্প সম্পর্ক, ওএসএইচ এবং সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বহু আইন ও সংজ্ঞা থাকায় বিভ্রান্তি তৈরি হত। নতুন শ্রম কোড এই বিভ্রান্তি দূর করে একক সংজ্ঞা প্রবর্তন করেছে।' তিনি জানান, 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড ২০২০–এ জাতীয় স্তরের ন্যূনতম মজুরি, নির্দিষ্ট মেয়াদের কর্মসংস্থান, ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি এবং ৩০০–র বেশি

কর্মী থাকা প্রতিষ্ঠানে স্ট্যান্ডিং অর্ডার সংক্রান্ত সংস্কার আনা হয়েছে। ওএসএইচ কোডে নিরাপত্তা, মহিলা কর্মীদের নাইট শিফট, অভিজ্ঞতা সার্টিফিকেট এবং কর্মঘণ্টা সংক্রান্ত নতুন বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।' অরবিন্দ বহেতি জানান, 'কেন্দ্রীয় শ্রম আইন রাজ্যগুলির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হলেও সংবিধানের ২৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইন প্রাধান্য পায়। তিনি মজুরি প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা, ন্যূনতম মজুরি কাঠামো এবং ছুটি ও ওভারটাইম সংক্রান্ত বিধানগুলি ব্যাখ্যা করেন।'

প্রফেসর বনীতা পাটনায়ক বলেন, 'বেসরকারি ক্ষেত্র সাধারণত রাজ্য সরকারের আওতায় পড়বে এবং ওএসএইচ কোডে একক নিবন্ধনের সুবিধা থাকবে।' তিনি চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক ও গ্রিভ্যান্স রিড্রেসাল কমিটির বিধান নিয়েও আলোকপাত করেন।

এমসিসিআই–এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মুনিশ ঝাঝারিয়া তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, 'নতুন শ্রম আইন 'ভিকসিত ভারত'–এর লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।' অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এমসিসিআই–এর ভাইস প্রেসিডেন্ট অনিরুদ্ধ ঝুনঝুনওয়ালা।

মফস্বলিকা

ওসিয়ান মডেল স্কুলে বর্ণাঢ্য অঙ্কন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ ডিসেম্বর ওসিয়ান মডেল স্কুল প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল এক বর্ণাঢ্য অঙ্কন প্রতিযোগিতা। তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। স্কুল কর্তৃপক্ষের

উদ্যোগে প্রতিযোগিতাটি একাধিক বিভাগে আয়োজন করা হয়। প্রতিটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের চেক ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্রছাত্রীকেও উৎসাহমূলক পুরস্কার দেওয়া হয় স্কুলের পক্ষ থেকে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভিভাবকরা স্কুলের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। তাদের মতে, এই ধরনের প্রতিযোগিতা শিশুদের সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এদিন স্কুলের ডিরেক্টর মোঃ সিরাজউদ্দিন বলেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য এই ধরনের সাংস্কৃতিক ও সৃজনমূলক কার্যক্রম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যতেও আমরা নিয়মিতভাবে এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করব।' সমগ্র অনুষ্ঠানে ওসিয়ান মডেল স্কুলের এই উদ্যোগ শিক্ষামহলে প্রশংসিত হয়েছে।

গোবরডাঙ্গা বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হল ২৩ তম বর্ষ গোবরডাঙা বইমেলা, চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ৮ দিন ব্যাপী এই বইমেলার উদ্বোধন করলেন বঙ্কিম ও আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক নলিনী বেরা। উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা পৌরপ্রধান ও বইমেলা কমিটির সভাপতি শংকর দত্ত সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। এবারে সার্ধশতবর্ষে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত মঞ্চের বিভিন্ন দিনে বিজ্ঞান দিবস, স্বাস্থ্য, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সঙ্গীত, শিশু ও নারী এবং ক্রীড়া, যোগা ও সংহতি দিবস পালিত হবে। বিভিন্ন দিনে থাকছে নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আলোচনা ইত্যাদি। সরকারি কোনো সাহায্য না পেলেও কিছু পৌরসভা, পঞ্চায়েত ও স্থানীয় মানুষের সাহায্য নিয়ে গোবরডাঙা বইমেলা ২৩ বছরে পদার্পণ করছে। সকলের উপস্থিতি ও বই কেনার মধ্য দিয়ে এই মেলা বেঁচে থাকুক এই কামনা করলেন বইমেলা কমিটির সম্পাদক প্রবীর বিশ্বাস।

উত্তর কলকাতার দ্বিতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি মহারাজা মনীন্দ্র কলেজের সেমিনারে হলে শ্রুতি আলেখ্য উত্তর কলকাতার দ্বিতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে প্রথমেই ছিল মা সরস্বতীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং শ্রুতি আলেখ্য গ্রুপের কর্ণধার পার্থ মিলের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য।

যেসব বিভিন্ন কালচারাল গ্রুপের স্বতস্ফূর্ত উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি অপূর্ব মাত্রা পেয়েছিল তারা হলেন– মৈত্রী বন্ধন অনুষা কালচারাল গ্রুপ, গীতবিতান, আনন্দ ধারা, বন্ধু দল অংকুর সংস্কৃতি গ্রুপ ও শব্দসপূর্যা সাংস্কৃতিক গ্রুপ। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে যারা সুরের মূর্চ্ছনায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের একজন হলেন, মৌমিতা নাগ। একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য মৌমিতা নাগের বিশিষ্ট বান্ধবী লেখিকা, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, তার নিজের লেখা ১০টি শ্রুতি নাটকের বই 'ষোলআনা নাটক' আমাদের উপহার দিয়ে গৌরবান্বিত করেছেন।

গানে গানে ভরিয়ে তুলেছিলেন শুভাশিস মুখার্জী এবং মৌমিতা নাগ। নাচ, গান, কবিতা, আবৃত্তি, কোলাজ ও শ্রুতি নাটকের বিন্যাসে অনুষ্ঠিত ছিল সমগ্র অনুষ্ঠানটি। ছিল শ্রুতি আলেখ্য উত্তর কলকাতার নিজস্ব দুটি নাটক প্রথম নাটক নিখরচায় পরিণয় লেখনীতে নিরুপ মিত্র। অভিনয়ে অর্ণব চ্যাটার্জি ও মানবী চ্যাটার্জি। দ্বিতীয় নাটক, শিকল ছেঁড়ার। সংলাপ নাট্যকার ধনঞ্জয় ঘোষাল। অভিনয়ে ছিলেন, পার্থ মিল, মুন্সী মঞ্জুরা রসূল, অনুরাধা দাস, রাহুল রায়চৌধুরী ও শুভাশীষ মুখার্জী। অনুষ্ঠানটিকে সাজিয়ে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন মুন্সী মঞ্জুরা রসূল।এক আড়ম্বরহীন আন্তরিকতায় মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের অপূর্ব নিদর্শন হয়ে রইলো এই অনুষ্ঠান।

সঙ্গীতাঞ্জলির শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং নুতন প্রজন্মের মধ্যে এর প্রসার ঘটাতে সঙ্গীতাঞ্জলী মিউজিক কলেজ ও সঙ্গীত চর্চার আসরের আয়োজন করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাউথ গড়িয়ার দোল বাড়িতে। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিপ্রাপ্ত শিল্পী রিম্পা

সিব, বিদুষী অঞ্জনা নাথ, ও পন্ডিত উজ্জ্বল ভারতী, এছাড়াও সংস্থার শিল্পীরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল রিম্পা শিবের অনবদ্য তবলা লহরা ও বিদেশী অঞ্জনা নাথের কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশনা যা উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। সঙ্গীতাঞ্জলি মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ মণ্ডল জানান, 'আমাদের লক্ষ্য এই প্রাচীন ঐতিহ্যময় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে নতুন প্রজন্মর কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে সঙ্গীতের প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তোলা।'

ঋতরশ্মির কবিতার ক্যানভাস মন ভরালো

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ ডিসেম্বর বেহালার শরৎ সদন মঞ্চে বাচিক শিল্পের সংস্থা ঋতরশ্মি আয়োজন করেছিল কবিতার ক্যানভাস অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তাল বাদ্য শিল্পী এবং সুরকার পন্ডিত মল্লার ঘোষ, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও অভিনেত্রী মল্লিকা ঘোষ, অভিনেতা সৌমাল্য দত্ত, আলিপুর বার্তা সংবাদপত্রের কার্যকারী সম্পাদক প্রণব গুহ, সংগীতশিল্পী সুচিস্মিতা বাগ, রাজনারায়ণ চৌধুরী, কবি স্বপন কুমার মান্না প্রমূখ। আবৃত্তি এবং সংগীতের যুগলবন্দী উপস্থাপনায় শুরু হয় অনুষ্ঠান। অতিথিরা সকলেই ঋতরশ্মির এই প্রয়াসের প্রশংসা করেন। একে একে ঋতরশ্মির ছাত্রছাত্রীরা সমবেত এবং একক

আবৃত্তি নিবেদন করেন। রশ্মি এবং কুনাল মালিকের উপস্থাপনায় নিবেদিত হয় বনানী মুখোপাধ্যায়ের শ্রুতি নাটক 'আমরি বাঙ্গাল ভাষা'। শ্রুতি নাটকটি সকল দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির আবহর দায়িত্বে ছিলেন শুভ্র সেনগুপ্ত। ২০১০ সাল থেকে ঋতরশ্মি বাচিক শিল্প নিয়ে কাজ করে আসছে। অনুষ্ঠানের পরিচালিকা তথা ঋতরশ্মির কর্ণধার রশ্মি বালা জানান, 'আগামীদিনে আরো সমৃদ্ধ বাচিক শিল্পচর্চায় তারা মনোযোগী হবে। ঋতরশ্মির কবিতার ক্যানভাস অনুষ্ঠান সফল করতে যারা নেপথ থেকে সহযোগিতা করেছেন সকলকে কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।'

প্রবুদ্ধ নাগরিক সম্মেলনে আরএসএস প্রধান

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসংঘচালক ড. মোহন ভাগবত ১৯ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত প্রবুদ্ধ নাগরিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে সমাজগঠন, নাগরিক দায়িত্ব ও সংঘের শতবর্ষ উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক তুলে

ধরেন। উত্তরবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন। ড. ভাগবত বলেন, একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্য সজ্জন শক্তির পারস্পরিক পরিপূরক হয়ে এক দিশায় কাজ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সমাজের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক রক্ষা করতে সক্ষম মানুষদের মাধ্যমেই মানুষের চরিত্র গঠনের কাজ সম্ভব।

তিনি বলেন, প্রত্যেক পরিবারের উচিত নিজের কুলরীতি, কালসুসংগত প্রথা এবং দেশের কল্যাণে সহায়ক আচরণগুলির নিয়মিত চর্চা করা। সমাজের উপর নিজের পরিবারের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল—এই উপলব্ধি থেকেই সমাজের সমৃদ্ধির জন্য সময় ও সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন তিনি।

সংঘ সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ধারণা প্রসঙ্গে সরসংঘচালক বলেন, সংঘকে কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা প্রচলিত সংগঠন কাঠামোর মধ্যে বেঁধে বোঝা যায় না, কারণ সংঘের মতো সংগঠন আর নেই। তিনি স্পষ্ট করেন, সংঘ কারও বিরোধিতা করার জন্য বা নিজের জন্য কিছু অর্জনের উদ্দেশ্যে শুরু হয়নি। বরং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে নিঃস্বার্থ সেবার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং প্রসিদ্ধি থেকে দূরে থেকে আত্মতৃপ্তির সঙ্গে সমাজসেবায় যুক্ত মানুষদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনই সংঘের লক্ষ্য।

সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজি'র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দারিদ্র্য ও প্রতিকূলতার মধ্যেও ডাক্তারজি ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় একাগ্রতা ও দেশসেবার কাজে উৎসাহের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং দেশসেবার সমস্ত কাজকে পুষ্ট করে এমন এক কার্যপদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন। সংঘের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 'পঞ্চ পরিবর্তন'—এই পাঁচটি আচরণগত পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে স্বয়ংসেবকরা ঘরে ঘরে যাবেন বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, আচরণের মাধ্যমেই যদি দেশের কল্যাণে ভূমিকা রাখা যায়, তবে সেটিই হবে শতবর্ষ উদযাপনের প্রকৃত সার্থকতা।

অবশেষে রাধিকাপুর রেল স্টেশনের কাজ শুরু

তপন চক্রবর্তী, উঃ দিনাজপুর : অবশেষে উত্তর দিনাজপুর জেলার রাধিকাপুর রেল স্টেশনে রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পালের তৎপরতায় ৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে রেলের গুরুত্বপূর্ণ পিট লাইন ও শিট লাইনের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। ২২ ডিসেম্বর রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পাল সাংবাদিকদের জানান, 'উত্তর দিনাজপুর জেলায় রেলের কোনও যন্ত্রাংশ খারাপ হয়ে গেলে হয় কাটিহার অথবা কিষাণগঞ্জে গিয়ে সেই যন্ত্রাংশ আনতে হয়। রাধিকাপুর রেলস্টেশনে ৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পিঠ লাইন ও সিট লাইনের কাজ রেল দপ্তর অনুমোদন করার ফলে অবিলম্বে সেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। এই কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে। এর ফলে আগামীতে উত্তর দিনাজপুর জেলার রাধিকাপুর রেল স্টেশন থেকে দূরপাল্লার ট্রেন চলাচল করবার ক্ষেত্রে আর কোন সমস্যা থাকবে না। জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পিট লাইন ও শিট লাইনের কাজ সম্পূর্ণ হলেই রাধিকাপুর থেকে ব্যাঙ্গালোর যাবার ট্রেন উত্তর দিনাজপুর জেলার নাগরিকরা পাবেন।' রাধিকাপুর রেল স্টেশনে পিট লাইন ও সিট লাইনের জন্য ৫৩ কোটি টাকা মঞ্জুর হওয়ায় সাংসদ কার্তিক পালকে অভিনন্দন জানান উত্তর দিনাজপুর জেলার নাগরিকগণ।

বঙ্গীয় লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের শতবর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ এবং ২১ ডিসেম্বর কলকাতার বাইপাসের আনন্দপুর হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অডিটোরিয়ামে ছিল বঙ্গীয় লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান। গ্রন্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয় প্রথম দিনে। ১৯২৫ সালে কলকাতায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারোদঘাটন করেছিলেন। শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণপদ মজুমদার। সভাতে বক্তব্য রাখেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক রামকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক চন্দ্রনাথ দাস, ড. সুশান্ত ব্যানার্জি, ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য্য প্রমূখ। দ্বিতীয় দিন গ্রাম বাংলার গ্রন্থাগারগুলির করুন পরিণতি নিয়ে আলোচনা করেন কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা। এই প্রসঙ্গে আলিপুর বার্তা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বেহাল গ্রন্থাগারগুলির যে ধারাবাহিক প্রতিবেদন বেরিয়েছিল তাও ছবি দেখিয়ে উল্লেখ করা হয়। বঙ্গীয় লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের শত বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে একটি স্মরণিকা ও বিশেষ ধরনের ক্যালেন্ডার ও প্রকাশ করা হয়। স্মরণিকাটি প্রকাশ করেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিরাচরিত প্রথা ও রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে সঙ্গী করেই ৭ পৌষ ভোরে শান্তিনিকেতনে শুরু হল বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবাহী পৌষ উৎসব। ভোরের প্রথম প্রহরে গৌর প্রাঙ্গণে বৈতালিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। শান্তিনিকেতন গৃহ থেকে ভেসে আসে সানাইয়ের সুর, যা উৎসবের আবহকে আরও গভীর ও ঐতিহ্যবাহী করে তোলে।

সকাল গড়াতেই ছাতিমতলায় অনুষ্ঠিত হয় ব্রহ্ম উপাসনা। রবীন্দ্র ভাবনায় অনুপ্রাণিত এই উপাসনায় অংশ নেন বিশ্বভারতীর আধিকারিক, শিক্ষক, কর্মী ও পড়ুয়ারা। উপাসনার পর 'আগুনের পরশমণি' সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে একটি শোভাযাত্রা ছাতিমতলা থেকে উদয়নগৃহের উদ্দেশে অগ্রসর হয়। সেখানে পৌঁছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান, বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ, বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ সহ বিশ্বভারতীর বিভিন্ন আধিকারিক ও প্রতিনিধিরা। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারী ও অসংখ্য ছাত্রছাত্রী।

অন্যদিকে, ওইদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলার বিনোদন মঞ্চ। উদ্বোধনের ২৩ থেকে ২৬ ডিসেম্বর মেলা প্রাঙ্গণে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের উল্লেখযোগ্য ভিড় লক্ষ্য করা যায়। হস্তশিল্প, লোকশিল্প, গ্রামীণ শিল্প ও নানা ধরনের পসরা নিয়ে সেজে ওঠে মেলা চত্বর। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিল্পী ও কারিগরদের অংশগ্রহণে মেলার রূপ পায় আন্তর্জাতিক মাত্রা। পৌষ উৎসব ও মেলাকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতন জুড়ে উৎসবের আমেজ স্পষ্ট। পর্যটকদের ভিড়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও আশাবাদী।

কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রে এবার মহিলা প্রার্থীর দাবি

দেবাশিস রায় : কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রে 'প্রবল প্রতাপশালী' তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবার কংগ্রেসের সঙ্গে জোট ভেঙে বেরিয়ে এসে মহিলা প্রার্থী দেওয়ার দাবি উঠল সিপিএমের নীচতলায়। দলের শ্রমজীবী এবং আপোষহীণ সংগ্রামী কর্মী-সমর্থকদের একটা বিরাট অংশই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনী লড়াইয়ে কাটোয়া কেন্দ্রে কংগ্রেসকে জায়গা ছেড়ে দিতে রীতিমতো অনীহা প্রকাশ করছেন। তাঁদের গুরুতর অভিযোগ, সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেস একটা দুর্নীতিগ্রস্ত দলে পরিণত হয়েছে। ওই দলের বাহুবলী ঠ্যাঙারে বাহিনীর দৌরাত্ম্যে পাড়ায় পাড়ায় সাধারণ মানুষের কার্যত নাভিঃশ্বাস অবস্থা। একদা নিজেদের 'শক্ত ঘাঁটি' কাটোয়াতেও মানুষের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস। এখানে বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করার মতো ক্ষমতা একমাত্র লালঝান্ডারই আছে। এমনই যুক্তি খাড়া করে সিপিএমের একাংশের জোরালো দাবি, ২০১৬ সাল থেকে জোটধর্ম বজায় রেখে কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসকে দু'বার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এবারে বিরাট অংশের মানুষ কাটোয়ার বুকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লালঝান্ডার লড়াইটা পুনরায় দেখতে চাইছে। যদিও সিপিএমের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক মহঃ সৈয়দ হোসেন দলের নীচতলার কর্মী-সমর্থকদের এই জোরালো দাবিগুলি প্রসঙ্গে এখনই কোনও ইতিবাচক মন্তব্য করার পথে হাঁটতে চাননি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এরাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে বামদলগুলির জোট জটের অন্যতম কারণটা কিন্তু মাসখানেক আগেই শুরু হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের একটা মন্তব্যেই এই জোটভঙ্গের ইঙ্গিত ছিল। তিনি কিছুদিন আগে সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন, এরাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ২৯৪টি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবে। তাঁর সেই বক্তব্যের পরপরই রাজ্যজুড়ে বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের সর্বত্র গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। এমনকী, শীর্ষনেতার ওই মনোভাব প্রকাশের প্রেক্ষিতে লালঝান্ডার নীচতলার কর্মী-সমর্থকদের একাংশ কংগ্রেসকে 'কাগুজে বাঘ' বলে কটাক্ষ করতেও ছাড়ছেন না। একাধিক মহলের মতে, গোটা দেশে কংগ্রেসের কোনঠাসা অবস্থা। শতাব্দী প্রাচীন দলটির এরাজ্যেও অস্তিত্ব সংকটে। কোনওরকমে 'খড়কুটো' আঁকড়ে বেঁচে থাকার মতো পরিস্থিতি জাতীয় কংগ্রেসের। তারা বুথভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার মতো সামর্থ্য হারিয়েছে। সেদিক থেকে বামফ্রন্ট তথা সিপিএম রাজ্যে কার্যত 'শূন্য' হলেও এখনও বুথে বুথে সংগঠন ধরে রাখতে পেরেছে। এমতাবস্থায় কংগ্রেসের

'হাত' ছাড়াই তৃণমূলের বিরুদ্ধে জোরদার লড়াইয়ের পক্ষে জোরালো মত পোষণ করছেন সিপিএমের একাংশ। এমনতর রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রেও। এখানে ১৯৯৬ সাল থেকে টানা বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। একসময় তিনি কংগ্রেসের পতাকাতলে ছিলেন। বর্তমানে তিনি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি। বিধায়কের ভাইপো রণজিৎ চট্টোপাধ্যায় কাটোয়া পুরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর। রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২০১৬ সাল থেকে এপর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রূপে বিধায়ক নির্বাচিত হন। দলবদলের পর ২০১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জোটপ্রার্থী রূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন একদা তাঁরই সতীর্থ কংগ্রেসের শ্যামা মজুমদার। সেবারে কংগ্রেসের এই প্রবীণ মহিলা প্রার্থীর বিরুদ্ধে জোরদার লড়াইয়ে তৃণমূল প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন মাত্র হাজারের কিছু বেশি ভোটের ব্যবধানে। ২০২১ সালেও রবিবাবুর বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন সেই শ্যামাদেবী। তবে, তিনি সেবার দলবদলু হয়ে বিজেপির টিকিটে লড়াই করে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন এবং জোটধর্মের কংগ্রেস প্রার্থী জনমানসে কার্যত কোনও ছাপই ফেলতে পারেননি। জেলা সিপিএমের শীর্ষনেতা মহঃ সৈয়দ হোসেন ২৩ ডিসেম্বর আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে দ্ব্যর্থহীন বাক্যে বলেন, বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এরাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে বামদলগুলির জোট গঠন বিষয়ে এখনও কোনওরকম আলোচনা হয়নি। তাই কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রে এবারে কে প্রার্থী হবে সেটাও এইমুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। এমনকী, কাটোয়া কেন্দ্রে সিপিএমের তরফে মহিলা প্রার্থীর যে দাবিটি দলের নীচতলা থেকে উঠতে শুরু করেছে সেই প্রসঙ্গে সৈয়দ হোসেন তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য করতেও চাননি। তবে, এই দাবির বিষয়টি সময়ের ওপর ছেড়ে দিয়েই তিনি জানিয়েছেন, সর্বত্র দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষ জোট বেঁধেছে। কাটোয়াতেও তার প্রতিফলন ঘটবে বলেই তিনি আশাবাদী।

বৃত্তি পরীক্ষার ফল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত এ রাজ্যের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের চলতি ২০২৫ সালের বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হল ২২ ডিসেম্বর। এবছর মোট পাসের হার ৫০ শতাংশ। এবার রাজ্যের মোট ২০২০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে সারা রাজ্যের ১,৬৪,৫৮১ জন পরীক্ষার্থী বাংলা, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় এই পরীক্ষার জন্য নাম নথিভুক্ত করে। এদের মধ্যে ৪০০ নম্বরের মধ্যে ৩৯৫ নম্বর পেয়ে বীরভূম জেলার সরোজিনী দেবী শিশু মন্দিরের ছাত্র ত্রিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রথম স্থান, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সরস্বতী শিশু বিদ্যামন্দিরের ছাত্রী স্মৃতিজা দে ৩৯২ নম্বর দ্বিতীয় স্থান এবং নদীয়া জেলার কল্যাণীর রবি তীর্থ বিদ্যালয়ের ছাত্র অদ্রি মিত্র তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

এরই সঙ্গে অন্য বছরের মতো এ বছরও মেধাবী পরীক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে ৮০০ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। এর মধ্যে ১২৫ জনকে রাজ্য স্তরের বৃত্তি বার্ষিক ১,২০০ টাকা আর বাকিদের জেলাস্তরের বৃত্তি বার্ষিক ৬০০ টাকা প্রদান করা হবে।

আগামী ২২ মার্চ রবিবার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরোজিও হলে কেন্দ্রীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রতি বছরের মতো এবারও প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রকে অধ্যাপক ড. সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় স্মারক পদক ও স্বর্ণপদক এবং পর্ষদের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে রৌপ্যপদক ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে ব্রোঞ্জ পদক দেওয়া হবে। পরে ২৯ মার্চ রবিবার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলা স্তরের বৃত্তি প্রদান করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৯২ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণির শেষে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইংরেজিসহ এই পরীক্ষা ধারাবাহিক ভাবে পরিচালনা করে আসছে। প্রথম বছর কমবেশি ২২ হাজার ছাত্রছাত্রী চতুর্থ শ্রেণির শেষে ইংরেজিসহ এই পরীক্ষা দিয়েছিল। এই পরীক্ষা কিন্তু এখানে বিশেষ রূপে উল্লেখের বিষয় হল, পর্ষদ লক্ষ্য করেছে এই পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় পাসের হার রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ক্রমাগত নিম্নগামী। পর্ষদ বিষয় বিবেচনা করে দেখছে, শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বেসরকারিকরণ করার প্রবণতা এবং অতিরিক্ত ছুটির জন্যই সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার এই হাল। এমতাবস্থায় পর্ষদ প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পাস-ফেল প্রথা পুনপ্রবর্তনের দাবি নিয়ে আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে এই পরীক্ষা পরিচালনা করছে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পর্ষদের সভাপতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, সহসভাপতি প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষাব্রতী চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রদীপ কুমার দত্ত, মাধ্যমিক শিক্ষক তপন কুমার সামন্ত ও পর্ষদ সম্পাদিকা অধ্যাপিকা অনুরূপা দাস।

চাম্পাহাটি গির্জায় বড়দিনের উৎসব

পার্থ কুশারী : বড়দিন উপলক্ষে চাম্পাহাটিতে ২৪ ডিসেম্বর রাত থেকে শুরু হয়েছে প্রার্থনা ও আনন্দ উৎসব। যীশুর জন্মোৎসব পালনে মেতে উঠেছেন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান সম্প্রদায়। গির্জা চত্বরে সেজে উঠেছে আলো আর ক্রিসমাস ট্রি-তে। রাতে বিশেষ প্রার্থনা সভার মধ্যে দিয়ে বড়দিনের সূচনা হয়। ফাদার রিভারেন

সৌমেন মণ্ডল ও সম্পাদিকা সুরিতা চক্রবর্তী ঈশ্বরের কাছে শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ পরিচালনা করেন। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে, উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সর্দার, চাম্পাহাটির প্রধান অসিত বরণ মণ্ডল, সহ অনেক নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানে ভজন, কীর্তন, যীশুর জীবনের উপর ভিত্তি করে ছোট নাটক পরিবেশিত হয়। শিশুদের আনাগোনায় মুখরিত ছিল গির্জার প্রাঙ্গণে। নানা রঙের বেলুন আর মোমবাতিতে সেজে উঠেছিল চারপাশ। উৎসব উপলক্ষে গির্জার আশেপাশে বসেছিল নানা ধরনের দোকান। বিভিন্ন বয়সের মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। স্থানীয় বাসিন্দা তন্ময় মণ্ডল বলেন, প্রতিবছর এখানে আসি, এখানকার পরিবেশটা খুব সুন্দর। সব ধর্মের মানুষ এখানে আসেন, খুব ভালো লাগে। উৎসবের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ছিল তৎপর।

সুগারু অভিযানের অনুমতি সায়নীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের গর্ব সাঁতারু সায়নী দাস সপ্তসিন্ধু অভিযানের শেষ ধাপ অতিক্রম করার অনুমতি লাভ করলেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহরের বাসিন্দা সায়নী দাস এবারে

জাপানের স্ট্রেইট অব সুগারু সাঁতরে পার হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এজন্য আগামী ২০-২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁর কঠোরতম অনুশীলন চলবে পুরীর সমুদ্রে। জাপানের সমুদ্রে সুগারু অভিযান সম্পন্ন করার জন্য আগামী ৩-৭ জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে। বিশ্বের মাত্র ৪ জন সাঁতারু এবারে সুগারু অভিযানে নামার সুযোগ পেয়েছেন। এই অনুমতি প্রদান করেছে সুগারু স্ট্রেইট স্যুইমিং ফেডারেশন, জাপান। শুক্রবার দুপুরে অনুমতি সম্বলিত ইমেইল এসেছে বলে জানিয়েছেন সায়নীর বাবা রাধেশ্যাম দাস।

সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : চতুর্থ দিন অস্থায়ী সিভিল ডিফেন্স এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কর্মীরা জামা খুলে হাতে থালা নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন। জানা গিয়েছে, সিভিল ডিফেন্স ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের অস্থায়ী কর্মীদের অবস্থান-বিক্ষোভ চলছে নবান্ন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে। ২৫ ডিসেম্বর জামা খুলে হাতে থালা নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হন তাঁরা। মাসে ৩০ দিনের কাজ সহ ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ীকরণের দাবিতে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ বাহিনী। হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পরেই হাওড়ার মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করেছেন তারা। প্রসঙ্গত, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড সিভিল ডিফেন্স ফাইটার অ্যাসেসিয়েশনের আহ্বানে সিভিল ডিফেন্স, আপদামিত্র, বঞ্চিত বিপর্যয় যোদ্ধাদের মাসে ৩০ দিনের কাজ সহ ৬০ বছরের স্থায়ীকরণের দাবিতে নবান্নের সম্মুখে মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়েছে গত সোমবার থেকে। শেষ দিন ২৬ ডিসেম্বর বিক্ষোভে হাজির হন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দীর্ঘ ভাষণে বলেন, 'আপনাদের দাবি ন্যায্য, এই বিক্ষোভ চালিয়ে যান। আমি বিধানসভায় আপনাদের হয়ে আওয়াজ তুলবো। পরিবর্তন হলে আপনাদের রাস্তায় বসে দাবি আদায় করতে হবে না।'

শিয়রে মৌলবাদ

প্রথম পাতার পর

এখনও কিন্তু অনেকেই পথে নেমে প্রতিবাদ না করে ঘাপটি মেরে বসে আছে যাতে সুযোগ পেলে রাজ্যে রাজ্যে ভোটের আগে তুষ্টিকরণকেই হাতিয়ার করা যায়। ভারতের বিরোধী গোষ্ঠীদলগুলি মুসলিম মৌলবাদী ও সনাতনীদের একই পংক্তিতে রেখে তুষ্টিকরণকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় ভবিষ্যতের জন্য। এভাবে চলতে থাকলে কোনওদিনই আমরা মুসলিম মৌলবাদের সন্ত্রাস থেকে বাঁচতে পারবো না। বুঝতে হবে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ঠেকাতে আমেরিকা সহ বহু দেশ পাকিস্তান বাংলাদেশের ভারত বিদ্বেষকে কাজে লাগাতে মরিয়া। আমরা এখনও যদি সতর্ক না হই এবং তুষ্টিকরণকেই রাজনীতির উপকরণ করে তুলি তা হলে হয়তো মৌলবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

শিশুদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি নবোদয় শিশু অ্যাকাডেমিতে জমে উঠেছিল এক অন্যরকম পরিবেশ। সকাল থেকেই ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং এলাকার বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে স্কুল প্রাঙ্গণ হয়ে উঠেছিল উৎসবমুখর। অনুষ্ঠিত হল একদিনের বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও কর্মশালা—যা শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং শিশুদের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি ও বিজ্ঞান চেতনার এক অনন্য প্রকাশ।

প্রদর্শনীতে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে শুরু করে দশম শ্রেণির সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে নিজেদের তৈরি নানা মডেল, গবেষণা ভাবনা এবং বৈজ্ঞানিক ধারণা তুলে ধরে। কেউ বানিয়েছে রিমোট কন্ট্রোল রোবট কার, কেউ আবার তৈরি করেছে পরিবেশবান্ধব স্মার্ট সিটি, কেউ দেখিয়েছে কীভাবে ভূমিকম্প পূর্বাভাসে সাইরেন আগাম সতর্ক সংকেত দিতে পারে। আর কেউ বা তৈরি করেছে সৌরশক্তিচালিত ডিভাইস, জলপরিশোধন মডেল, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, এমনকি ক্ষুদ্র রকেট সিস্টেমও ছিল ছাত্রদের সৃজনশীল তালিকায়।

স্কুল কর্তৃপক্ষ জানান, ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানচর্চা ও নতুন কিছু শেখার আগ্রহকে আরও শক্তিশালী করতেই প্রতিবছর এই ধরনের প্রদর্শনী ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তাঁদের মতে, শিশুদের উচিত ছোট থেকেই প্রশ্ন করা, খুঁজে দেখা এবং নিজেদের ভেতরের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগানো।

স্কুলের প্রিন্সিপাল খাজা আজিজ ইসলাম বলেন, 'এই ধরনের বিজ্ঞান প্রদর্শনী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কৌতূহল, গবেষণার মনোভাব, সমাধান খোঁজার দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে তোলে। যখন তারা নিজেরা ভেবে, নিজেরা বানিয়ে মডেল উপস্থাপন করে—তখন তারা শুধু পড়াশোনা নয়, বাস্তব জীবনের বিজ্ঞানও শিখে নেয়। ভবিষ্যতে তারা আরও বড় কিছু সৃষ্টি করবে—এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

জিএসটি কমের

প্রথম পাতার পর

সুতরাং খোলা বাজারে সাধারণ ক্রেতা বা খুচরো বিক্রেতার হাতে টাকার যোগান হয়নি। অর্থনীতির যে যুক্তি দেখিয়ে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজে জোর গলায় প্রচার চালিয়েছিলেন।

এতো কিছু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলার বেকারি মালিকরা হাজার কষ্টের মাঝে সাধারণ মানুষের কাছে সুন্দর একটা এক্স-মাসে কেক তুলে ধরতে চায় সস্তা, সহজলভ্য, উপাদেয় অবশ্যই গুণমান সমৃদ্ধ। এটা মানতেই হবে, বাঙালি যেমন সস্তায় ভালো মাছ-ভাত খাওয়াতে পারে। তেমনি এই বঙ্গের বেকারি মালিকেরা কম লাভ করে সস্তায় মানুষের মুখে সারা বছরের ঈপ্সিত এক্স-মাস কেকও খাওয়াতে বদ্ধপরিকর। এটা বাস্তব সত্য সারা ভারতের অন্যান্য বড়ো শহরের মধ্যে এই বঙ্গের বেকারি মালিকদের মতো সুলভ, সস্তায় ও কোয়ালিটি বেকারি প্রোডাক্ট কেউ দিতে পারবে না। এই লক্ষ্যেই তাকিয়ে আশায় বুক বেঁধে বাংলার বেকারি শিল্প স্লগ ওভারে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের আশায়।

তৃণমূলে যোগদান বিজেপিতে ধ্বস

প্রথম পাতার পর

বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টার অভিযোগ তুলে তারা জানান, 'শান্তির আবহে থাকতে এবং উন্নয়নের পথে হাঁটতেই তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর লাগাতার আক্রমণ ও এলাকা সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রচারের বিরুদ্ধেও সরব হন তারা। সভায় বক্তারা বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির কড়া সমালোচনা করেন এবং গঙ্গাসাগরের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সাগর ব্লকে এই গণ-যোগদান আসন্ন স্থানীয় নির্বাচনের আগে তৃণমূলের সংগঠনকে আরও বেশি অক্সিজেন জোগাবে। অন্যদিকে, একসাথে ৩০টি পরিবারের দলবদল সুন্দরবন উপকূলে বিজেপির জনভিত্তিতে বড়সড় ধাক্কা। মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে এই মেগা যোগদান অনুষ্ঠান এটাই প্রমাণ করে, সাগরদ্বীপে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে তৃণমূল কোনো খামতি রাখতে চাইছে না।

বিরোধী দলনেতার সভা এবং পাল্টা তৃণমূলের সভা প্রমাণ করছে সাগর মেলার আগে কোনও রাজনৈতিক দলই এক টুকরো রাজনৈতিক জমি ছাড়তে রাজি নয়। পূর্ণ তীর্থের শাহি স্নানের প্রাক্কালে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের যে দামামা বেজে গেল তা স্পষ্ট।

ক্ষমতায় এলে আন্তর্জাতিক মানের মেলা হবে

প্রথম পাতার পর

২০২০ সালে যখন আমফান ঝড় হয়েছিল তখন নরেন্দ্র মোদী বসিরহাটে এসেছিলেন এবং হেলিকপ্টারে করে গোটা সুন্দরবন দেখেছিলেন। সে সময় তিনি ৩৭৫০ কোটি টাকা দিয়েছিলেন ক্ষতিপূরণের জন্য। আদৌ সেই টাকা আপনারা পেয়েছেন কি? বিরোধী দলনেতা আরো বলেন, চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়।'

বাংলাদেশ ময়মনসিংহে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দিপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে গাছে দড়ি দিয়ে টাঙিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমি যখন সাগরে আসছিলাম তখন দিপু দাসের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে যদি বাবরি মসজিদের জন্য টাকা আসতে পারে তাহলে আমরাও দিপু দাশকে এখান থেকে টাকা পাঠাবো। আমি প্রথম টাকা পাঠাবো তারপর আপনারাও কিছু কিছু পাঠাবেন।'

সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরাকে কটাক্ষ করে বলেন, 'ওনার ছোট জামাই, বড় জামাই, এমনকি ওনার স্ত্রীও প্রধান হয়ে ক্ষমতা ভোগ করছেন। ওনার সকল আত্মীয় পরিজনদের সাগর কলেজ কিংবা সাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।' মুড়িগঙ্গার সেতু প্রসঙ্গে বলেন, 'ওটা জাতীয় জলপথ তাই ওইখানে ব্রিজ করতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের এনওসি নিতে হবে। কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি তা নেওয়া হয়নি। তাই ওখানে ব্রিজ হওয়া সম্ভব নয়। ব্রীজ উদ্বোধনের নামে যে নারকেল ফাটানো হচ্ছে এটা ভোটের চমক মাত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা ছাড়া ১০০ কোটি টাকা দিয়ে মুড়িগঙ্গার উপরে ব্রিজ হওয়া সম্ভব নয়।' শুভেন্দু অধিকারী এদিন বলেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মানের মেলা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।'

বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে মতিউর রহামান পিতা আব্দুর রহমান সাকিম শ্রীকৃষ্ণ পুর পাখুড়িয়া পোস্ট ও থানা রামপুরহাট জেলা বীরভূম। আমি রামপুরহাট থানার অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণপুর মৌজার দাগ নং ১৪৮ ও ১৪৯ দাগের আমমোক্তার। আমার আই ভি ৮১ তারিখ ৩০/০৮/২০০৭। সিরিয়াল নং ৫৩১৭।

বর্তমানে আমি দুই দাগের ০৭ শতক জায়গা বিক্রয় করিব। আমাকে আম মোক্তার নিযুক্ত করেন। ১) মোক্তার আলী ২) সেরাজুল ইসলাম ৩) ফরিদা ইয়াসমিন ৪) সুরাইয়া ইয়াসমিন ৫) জ্যোৎস্না ইয়াসমিন ৬) মতিউর রহামান সব্বো পিতা আব্দুর রহামান ৭) মইদা বিবি স্বামী আব্দুর রহামান সব্বো সাকিম শ্রীকৃষ্ণ পুর পাখুড়িয়া পোস্ট + থানা রামপুরহাট জেলা বীরভূম ৮) সাইদুর রহামান ৯) সাহিনা পারভিন। ৮নং ও ৯ নং এর পিতা হাবিবুর রহামান ১০) গুলসেনারা বিবি স্বামী হাবিবুর রহামান সব্বো সাকিম শ্রীকৃষ্ণ পুর পাখুড়িয়া পোস্ট + থানা রামপুরহাট জেলা বীরভূম। তার খতিয়ান নং ৩৮০।

এ ব্যাপারে কারো কোন ধরনের আপত্তি থাকলে আগামী এক মাসের মধ্যে ৬২৯৬৭৩২৩৫১ এই নম্বরে যোগাযোগ করিতে পারেন।

MD KHABIRUL ISLAM
ADVOCATE
RAMPURHAT COURT BIRBHUM

REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I.NO. - 13709/66

মাসান্তিক

এসো হে জ্যোর্তিময়

প্রণব গুহ

১৯৫০, ৫ ডিসেম্বর। কিডনির অসুখ ইউরেমিয়ায় আক্রান্ত শ্রীঅরবিন্দ এমন এক অবস্থায় প্রবেশ করলেন যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'কোমা' বলা হয়। এটি শেষের আগের শেষ পর্যায়। হঠাৎ স্পষ্ট এবং দৃঢ় কণ্ঠে শ্রীঅরবিন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, নিরোদ, কয়টা বাজে? কেউ আশা করেনি যে কোমায় থাকা একজন ব্যক্তি কথা বলবেন। এমনকি নিরোদও হতবাক হয়েছিলেন। তিনি একজন ডাক্তার এবং তিনি জানেন এই অবস্থার অর্থ। নিরোদ কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিলেন, মহাশয়, এখন একটা বাজে। কথা বলার পর শ্রীঅরবিন্দ আবার গভীর ঘুমে পাড়ি দিলেন, যাকে ডাক্তাররা কোমা বলে থাকেন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর থেকে ধীরতর হতে থাকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর ব্যবধানে। সেখানে অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল এবং চম্পকলাল তাঁর পা মালিশ করছিলেন। শেষের দিকে ক্রমশ: শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ দীর্ঘতর হতে থাকে। ডঃ সান্যাল মাকে ডেকে পাঠাতে বললেন। শক্তি ও নীরবতার এক অসাধারণ মূর্তি মা এসে সেখানে দাঁড়ালেন এবং অবশেষে আর কোনও স্পন্দন শোনা গেল না। শ্রীঅরবিন্দ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সকলে বুঝতে পারল যে ইতিহাসের এক মহান মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। ডঃ সান্যাল যখন শ্রীঅরবিন্দের শেষ তখন তাঁর নাড়ির স্পন্দন অনুভব করছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর নাকের ছিদ্রে থাকা অক্সিজেন টিউবটি সরাতে শুরু করেছিলেন। তারপর চম্পকলাল বুঝতে পারলেন যে শ্রীঅরবিন্দ মারা গেছেন, কাঁদতে শুরু করলেন, মা, কী হয়েছে? মা, কী হয়েছে?

ডঃ সান্যাল বুঝতে পারছিলেন না কী করবেন। তিনি চারপাশে তাকালেন। তারপর মাকে বললেন, "মা, মনে হচ্ছে উদারই ঘরে একমাত্র শান্ত ব্যক্তি, তাই আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে আপনি পুরো বিষয়টির দায়িত্ব তাকেই দিন।" তারপর মা উদারের দিকে ফিরে বললেন, "উদার, তুমি সবকিছুর দায়িত্ব নাও এবং নির্দেশনার জন্য আমার কাছে এসো," এই কথাটি বলে মা ঘরে চলে গেলেন।

শ্রীঅরবিন্দ মারা গেছেন; তবুও তিনি চলে গেছেন বলে মনে হচ্ছিল না। তাঁর মুখের চারপাশে এক উজ্জ্বলতা ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ পরে সেই উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেয়ে তাঁর চারপাশে একটি সোনালী আলোয় পরিণত হল। এটি খুব দৃশ্যমান, খুব স্পষ্ট, এবং সকলে উপলব্ধি করল যে তাঁর আত্মা শরীর ছেড়ে চলে গেলেও তার মধ্যে কোনও মহান শক্তি ছিল।

এ কোন শক্তি! আলিপুর জজ কোর্টে যে এজলাসে শ্রীঅরবিন্দ সহ অন্যান্য বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আলিপুর বোমা মামলা চলেছিল, যেখানে শ্রীঅরবিন্দের হয়ে মামলা লড়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। সেটি এখন সংগ্রহশালা। সেই সংগ্রহশালা দর্শনে আমার সঙ্গী হয়েছিলেন আদালত নিযুক্ত এক কর্মী। তিনি আমায় শুনিয়েছিলেন এই শক্তির কাহিনী। বলেছিলেন, এই আদালত কক্ষেই বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ থেকে রূপান্তর ঘটে ঋষি অরবিন্দে। এখানেই তাঁর কৃষ্ণ দর্শন হয়েছিল বলে কর্মীটির ধারণা। শ্রীঅরবিন্দ নিজে অবশ্য তাঁর আত্মজীবনিতে লিখেছেন, 'এটা সত্য যে, কারাগারে এক পক্ষকাল ধরে নির্জন ধ্যানের সময় আমি বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর আমার সাথে কথা বলতে শুনতে পাচ্ছিলাম এবং আমি তাঁর উপস্থিতি অনুভব করেছি।' এরপর কি ঘটেছিল তা আজ সকলের জানা ইতিহাস। কিন্তু সেদিনের সেই বিপ্লবীর যে শক্তি আধ্যাত্মিকতায় জমাট বাঁধল তারই বিচ্ছুরণ প্রকাশ পেল ছেড়ে যাওয়া শরীরের চারধারে। যে শরীর এতদিন যোগ শক্তির আধার ছিল তার কি শেষ আছে? উত্তর দিয়েছেন শ্রীমায়ের দেওয়া শেষকৃত্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত উদার পিন্টো। এরপরের ঘটনা শুনুন উদারের লেখনী থেকে।

'মা বললেন, শরীরটি যেমন আছে তেমনই রাখা হবে। তাৎক্ষণিকভাবে দাফন করা হবে না।' তারপর তিনি আমাকে ডেকে সমাধির ব্যবস্থা করতে বললেন। তিনি বললেন, "আমি তাকে আশ্রমের কেন্দ্রে রাখতে চাই। তারপর মা আমাকে নীচে এবং উপরে দুটি ঘর তৈরি করতে বললেন। তারপর তিনি কফিন তৈরির নির্দেশনা দিলেন। কফিনটি খুব শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি এবং রূপার চাদর এবং সিল্ক দিয়ে মোড়ানো ছিল। এটি খুব ভারী ছিল এবং দড়ি দিয়ে বহন করার জন্য বড় পিতলের স্ট্রিপ এবং আংটা ছিল।

শ্রীঅরবিন্দ তখনও তাঁর বিছানায় শুয়ে ছিলেন। তাঁর চারপাশে একটা অসাধারণ এবং আশ্চর্যজনক দীপ্যমান সোনালী আলো ছিল। এটা অসাধারণ এবং আশ্চর্যজনক কিছু ছিল। তাঁর দেহ থেকে কী এক শক্তি নির্গত হচ্ছিল, অবিশ্বাস্য! আর অবশ্যই, তাঁর মৃত্যুর খবর জানাজানি হতেই হাজার হাজার মানুষ এসে হাজির হলেন। তাঁর শেষ দর্শনের জন্য তাঁর দেহের পাশ দিয়ে একটানা মানুষের ঢল নেমেছিল। ৯ তারিখ সকাল পর্যন্ত এভাবেই চলছিল। তারপর ডঃ সান্যাল মাকে বললেন, মা, পচন ধরেছে। তাঁকে সমাধিস্থ করার প্রস্তুতি শুরু করো। মা আমার দিকে ফিরে বললেন, উদার, ব্যবস্থা করো। আমি বললাম, "না মা। তুমি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছো, তাই আমি প্রতিবাদ করছি। আমি একজন সাধারণ মানুষ এবং ডঃ সান্যাল একজন মহান ডাক্তার এবং আমি তার বিরোধিতা করতে চাই না; কিন্তু আমি একটা জিনিস জানি। যখন পচন শুরু হয় তখন একটা স্পষ্ট গন্ধ আসে, আমি বেশ কয়েকবার তা শুঁকেছি—আমি জানি। সেই গন্ধ কোথায়? কেবল একটা সুগন্ধি বের হচ্ছে। তুমি যদি শ্রীঅরবিন্দের কাছে যাও, সেখানে একটা স্বর্গীয় সুগন্ধি থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্গন্ধ না থাকে, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি বলি পচন নেই এবং আমি তাকে কবর দেব না। আমি রেগে গেলাম—ডঃ সান্যাল চুপ করে রইলেন। তিনি একজন ডাক্তার ছিলেন, তিনি জানতেন এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাইরের কিছু। তাই আমার কথা বলার পূর্ণ অধিকার ছিল।

তারপর মা আমাকে একপাশে ডেকে খুব শান্তভাবে বললেন, "উদার, ডাক্তার যা বলেছেন তা আমি মানি না। আমার নিজস্ব কারণ আছে। তুমি জানো যে এত দিন ধরে তার মুখ এবং শরীরের চারপাশে সোনালী আলো ছিল?" আমি উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, মা, এটা একটা অসাধারণ আলো ছিল।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি এখন আলো দেখতে পাচ্ছ?" এবং আমাকে স্বীকার করতে হলো যে আলো চলে গেছে এবং তার মুখে ধূসর ভাব দেখা দিয়েছে। তিনি বললেন, "আমার জন্য এটাই লক্ষণ। আমি চিকিৎসা পরামর্শ নিয়ে চিন্তিত নই। আমি ভেতরের লক্ষণ নিয়ে চিন্তিত। শ্রী অরবিন্দ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এখনই কবর দেওয়ার সময়। তাই যাও এবং এটা করো।"

কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে যে দেহটি পচে যাবে না এবং পচে যাবে না। এটি হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকবে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" মা বললেন, "উদার, তুমি তোমার বিশ্বাস রাখো। আমি চাই না তুমি তোমার বিশ্বাস হারাও। কিন্তু দেহটি কবর দিতে হবে।" তাই আমি বললাম, "হ্যাঁ, আমি একটি কফিন তৈরি করেছি এবং এখন আমি এমনভাবে একটি বায়ুরোধী ঢাকনা তৈরি করব যাতে বাইরে থেকে কিছুই ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। যদি এটি পচে যায়, তবে এটি নিজেই পচে যায়। বাইরে থেকে কেউ প্রবেশ করে আক্রমণ করতে পারবে না।" মা বললেন, "হ্যাঁ, এটা করো। এটা খুব ভালো। আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি।" আমি এত শক্ত কফিন তৈরি করেছি এবং এত ভারী যে খালি কফিনটি তুলতে দশজন লোক লেগেছিল। দাফনের সময় এসে গেল। কফিনটি তার ঘরে আনা হয়েছিল এবং আমরা শ্রীঅরবিন্দকে কফিনে রাখার জন্য উপরে তুলেছিলাম। তার শরীর থেকে প্রচুর তরল বেরিয়ে এসেছিল। সাধারণত এই শরীরের তরলটির একটি দুর্গন্ধ থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা স্বর্গীয় সুগন্ধি ছিল। পুরো গদি, পুরো বিছানা এতে ভিজে ছিল। (বছরের পর বছর ধরে গদিতে সুগন্ধি ছিল।) আমি তাতে ভিজে ছিলাম। কি অসাধারণ সুগন্ধি! যতক্ষণ সম্ভব সেই সুগন্ধি আমার সাথে রাখার জন্য আমি দুই দিন ধরে আমার পোশাক পরিবর্তন করিনি বা স্নানও করিনি। আমরা তাকে কফিনে শুইয়ে দিয়েছিলাম। আমি ঢাকনা এবং বাক্সের মধ্যে একটি রাবার সিল ব্যবহার করেছিলাম যাতে বাইরে থেকে বাক্সে কিছু ঢুকতে না পারে। কফিনটি যখন নামানো হয়েছিল, তখন আমি গর্তে ছিলাম, পূর্ব দিকে মুখ করে। এটা ঠিক কংক্রিটের তৈরি জলরোধী ঘরে শুয়ে থাকার মতো। তারপর একটি কংক্রিটের স্ল্যাব স্থাপন করা হয়েছিল। মা মার্বেলের স্ল্যাব চেয়েছিলেন। এতে কয়েক দিন সময় লেগেছিল। অন্য ঘরটি খালি রাখা হয়েছিল। এর জন্য আমি কিছু সুন্দর পরিষ্কার সুন্দর নদী-বালি এনেছিলাম এবং এটি ধুয়েছিলাম এবং সেই ঘরটি সেই বালি দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছিল এবং কংক্রিটের স্ল্যাব স্থাপন করা হয়েছিল এবং সমাধি তৈরি করা হয়েছিল। [যখন আমরা মায়ের দেহকে সমাধিতে রাখি, আমি খুব সাবধানে বালি সরিয়ে নিরাপদে রেখেছি। এই বালিই ২৩ বছর ধরে শ্রীঅরবিন্দের সমাধি কক্ষকে ঢেকে রেখেছে এবং তাঁর শক্তিতে সিক্ত হয়েছে। এই বালি এখন ছোট ছোট প্যাকেট তৈরি করে ভক্তদের দেওয়া হয় যারা এটি চান। দৃঢ় বিশ্বাসের আরেকটি কারণ আছে। আমি গোয়ায় সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের দেহ দেখেছি এবং তখন আমি লক্ষ্য করেছি যে তরল পদার্থের ক্ষয়ের কারণে এটি সঙ্কুচিত হয়ে গেছে, শ্রীঅরবিন্দের দেহের মতোই ধূসর রঙ ধারণ করেছে, অন্যথায় এটি নিখুঁত ছিল। তিনি চীনে মারা যান এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়। তিনি গোয়ায় অনেক পরিশ্রম করেছিলেন এবং মৃত্যুর আগে তিনি অনুরোধ করেছিলেন যে তাঁর দেহ গোয়ায় সমাহিত করা হোক। তাঁর শেষ ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গির্জা তাঁর দেহ আনার জন্য একটি দল পাঠায়। তারা এটি খনন করে দেখতে পায় যে এটি এখনও পচে যায়নি। এটি এখনও অক্ষত ছিল। এটি গোয়ায় আনা হয় এবং একটি সোনালী ফ্রেমের কাচের বাক্সে রাখা হয়। তাকে সম্পূর্ণ পুরোহিতের পোশাকে শুইয়ে রাখা হয় এবং প্রদর্শনের জন্য খোলা রাখা হয়। হাজার হাজার মানুষ এই প্রদর্শনীতে যেত। আমি নিশ্চিত যে যদি কখনও সমাধিটি খুলে শ্রীঅরবিন্দের দেহ কবর থেকে তোলা হয়, তবে তা অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যাবে।'

শুধু এ দেহ নয়; শ্রীঅরবিন্দের জীবন দর্শন মৃত্যুর ৭৫বছর পরেও জানা বোঝা দেখার বাইরেই থেকে যাবে। তিনি কোন উচ্চতায় তার হৃদিশ তিনি দিয়ে গেছেন নিজেই। বলেছেন, 'No one can write about my life because it is not the surface for man to see.'

টানা পাঁচ দিন জ্যোতির্ময়ী সুগন্ধি দেহ নিজের ইচ্ছায় ছেড়ে গিয়েছিলেন যোগী শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীমা নিজেই বলেছেন, আমি যখন (৮ ডিসেম্বর, ১৯৫০) তাঁকে দেহ পুনরুজ্জীবিত করতে বললাম তখন তিনি স্পষ্ট মাকে উত্তর দিলেন, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এই দেহ ত্যাগ করেছি। আমি এটি আর ফিরিয়ে নেব না। আমি আবারও অতি মানবিক উপায়ে নির্মিত প্রথম অতি মানবিক দেহে প্রকাশ পাবে। (সিডব্লুএম.ভল্যুম ১৩ পৃষ্ঠা৯/অমল কিরণ) তাঁর সুরেই প্রার্থনা করে বলি, এসো হে জ্যোর্তিময়, ফের এসো এ ধরায়।

খেলা

আতশ কাচে

দীপ্তি শীর্ষে

ভারতের অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা আইসিসির মহিলাদের টি-২০ বোলারদের ক্রমতালিকায় প্রথমবার শীর্ষ স্থানে উঠে এসেছেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে বল হাতে ভালো পারফরম্যান্সের দৌলতে তার এই উত্থান। আইসিসির তরফে প্রকাশিত সাম্প্রতিক ক্রমতালিকায় ৭৩৭ রেটিং পয়েন্ট অর্জন করে দীপ্তি শীর্ষ স্থানে রয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে নেমে গিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। এদিকে, মহিলাদের একদিনের ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় ভারতের স্মৃতি মান্ধানাকে সরিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভার্ট শীর্ষ স্থান দখল করেছেন। জেমাইমা রড্রিগেজ একদিনের ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় দশম স্থানে রয়েছে।

শুটিংয়ে সোনা

ভারতের নৌ বাহিনীর কিরণ অঙ্কুশ যাদব জাতীয় শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ফাইনালে স্বর্ণপদক জয় করেছেন। ভোপালে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য শুটিং অ্যাকাডেমিতে ফাইনালে যাদব ২৫২.১ করে স্বর্ণপদক জয় করেছেন। অলিম্পিয়ান অর্জুন বাবুতা ২৫১ স্কোর করে রুপো জিতেছেন। ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর ২২৯.৮ স্কোর করে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে পুরুষদের জুনিয়র ফাইনালে গুজরাটের মহম্মদ মুর্তাজা ভানিয়া ২৫৪.৩ স্কোর করে স্বর্ণপদক জিতেছেন। বাংলার অভিনব শ ২৫১.৬ স্কোর করে রুপো ও ওঙ্কাস ভিকাস ওয়াঘামারে ২৩০.১ স্কোর করে ব্রোঞ্জ জেতেন।

জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বাংলা

মলয় সুর : ৫৪ তম জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় প্রথমবার জিতে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা। বিভিন্ন রাজ্য থেকে মোট ৩৪ টি দল প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল। ২০ ডিসেম্বর চুঁচুড়ার নেতাজি সুভাষ স্পোর্টস এরিনায় ফাইনালে তারা কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী চণ্ডীগড়কে ৩৭-৩৩ গোলে পরাজিত করে। শনিবার ফাইনালে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল বাংলা। তবুও লড়াই ছিল হাড্ডাহাড্ডি। ১৫ ডিসেম্বর থেকে ওই স্পোর্টস কমপ্লেক্স ইনডোর স্টেডিয়ামে খেলাগুলি হয়। ২০ ডিসেম্বর ফাইনাল ম্যাচ হয়। প্রথমার্ধে ফলাফল ১৬-১৬। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর ৪ মিনিটের মধ্যেই ৪ গোলে এগিয়ে যায় বাংলা।

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দুই দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি আচার্য তথা টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের এমডি সত্যম রায় চৌধুরী। এছাড়া

ছিলেন হুগলি-চুঁচুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমিত্র ঘোষ, নেতাজি সুভাষ স্পোর্টস এরিনার সিইও ডঃ তন্ময় রায়চৌধুরী প্রমুখরা। সত্যম রায় চৌধুরী বলেন, 'এটা চুঁচুড়াবাসীর কাছে বড় পাওনা। আগামীদিনে তাঁর সংস্থা এখানে স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি করবে। নেতাজি সুভাষ স্পোর্টস এরিনার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে এখান থেকে যাতে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের খেলোয়াড় তৈরি করা যায়।'

নতুন করে জয়ের আশা দেখাচ্ছে ভারতীয় পুরুষ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট স্কোয়াড

সুমন সরদার : আসন্ন ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে সম্প্রতি ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের যে স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। বিসিসিআই-এর এই নির্বাচনি সিদ্ধান্তে আধুনিক টি-২০ ক্রিকেটের আক্রমণাত্মক মেজাজের প্রতিফলন স্পষ্ট। স্কোয়াডে অভিজ্ঞতা ও তরুণ প্রতিবাদ সমন্বয় ঘোষিত স্কোয়াডে বড় চমক হল টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক শুভমান গিলের বাদ পড়া। তার স্ট্রাইক রেট নিয়ে দীর্ঘদিনের সমালোচনার পর নির্বাচকরা অবশেষে অভিজ্ঞতার চেয়ে ফর্ম ও বিধ্বংসী মেজাজকে প্রাধান্য দিয়েছেন। গিলের জায়গায় স্কোয়াডে ফিরেছেন আক্রমণাত্মক উইকেটকিপার ও ব্যাটার ঈশান কিষাণ। দলের সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে অলরাউন্ডার আকসার প্যাটেলকে।

ব্যাটিং লাইনআপে অভিষেক শর্মা এবং সঞ্জু স্যামসনের মতো বিধ্বংসী ওপেনারদের উপস্থিতি ভারতের পাওয়ারপ্লে গেম-প্ল্যানকে আমূল বদলে দিতে পারে। মিডিল ওডারে তিলক ভার্মা এবং অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সাথে ফিনিশার হিসেবে রিঙ্কু সিং এবং হার্দিক পান্ডিয়ার উপস্থিতি দলকে এক বিধ্বংসী রূপ দিয়েছে। বোলিং বিভাগে জাসপ্রিত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং এবং নতুন মুখ হর্ষিত রানার পেস আক্রমণের পাশাপাশি বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদবের স্পিন জুটি প্রতিপক্ষের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

এইবার প্রশ্ন এইটাই যে এই দল গঠনের ফলে ভারত কতটুকু লাভে আছে। টি-২০-তে ২০০-এর বেশি রান এখন নিয়মিত। ভারতের এই স্কোয়াডে ৮-৯ নম্বর পর্যন্ত ব্যাটিং গভীরতা এবং একাধিক বোলিং বিকল্প (যেমন হার্দিক, আকসার, সুন্দর) থাকায় দলটি অনেক বেশি ভারসাম্যপূর্ণ। বিশেষ করে অভিষেক এবং স্যামসনের আগ্রাসী ব্যাটিং ভারতকে বড় রানের ভিত গড়ে দিতে সহায়ক হবে। তবে ঝুঁকির দিক টি হল শুভমান গিলের মতো নির্ভরযোগ্য ব্যাটারের অনুপস্থিতিতে যদি টপ অর্ডার দ্রুত ধসে পড়ে, তবে দলের হাল ধরার মতো অভিজ্ঞ অ্যাঙ্কর ব্যাটারের অভাব দেখা দিতে পারে। তবে কিছু ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ এই দলের অ্যাঙ্কার হিসেবে দেখছেন তিলক ভার্মার নাম। এছাড়া, সূর্যকুমার যাদবের সাম্প্রতিক অফ-ফর্ম এবং হর্ষিত রানার মতো তরুণ পেসারদের বড় টুর্নামেন্টে চাপের মুখে পারফর্ম করার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

সব শেষে বলা যেতে পারে ভারতের এই টি-২০ দল অত্যন্ত শক্তিশালী। যদি টপ অর্ডার তাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে, তবে ঘরের মাঠে আসন্ন বিশ্বকাপে ভারত ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নামবে। তবে অভিজ্ঞতার অভাব যেন নক-আউট পর্বে কাল না হয়ে দাঁড়ায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

উৎসবের আবহে ফুটবলে মাতল মাজিগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : উৎসবের আবহে ফুটবল টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার মাজিগ্রাম এলাকা। মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত অন্যতম প্রাচীন জনপদ মাজিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই বাংলার প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজা, স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা মদনমোহন চৌধুরীর। প্রত্যন্ত গ্রামের এই দুই কৃতী সন্তানের স্মরণে মাজিগ্রাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন দীর্ঘদিন আগে ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করে। এবারে দ্য বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সহযোগিতায় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টটি শুরু হয়েছিল। এবারের জমজমাট প্রতিযোগিতায় পূর্ব বর্ধমানের পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, হুগলি জেলার মোট ৮টি টিম অংশগ্রহণ করেছিল। মাসাধিককাল ব্যাপী নকআউট টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছিল ব্যারাকপুর ফুটবল আকাদেমি এবং পাণ্ডুয়া ফুটবল আকাদেমি। যুযুধান দুই দলের মধ্যে ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হল ২০ ডিসেম্বর। চূড়ান্ত পর্বে ৪-২ গোলের ব্যবধানে ব্যারাকপুর ফুটবল আকাদেমি জয়লাভ করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাজিগ্রাম ফুটবল ময়দানে আয়োজিত এদিনের ফাইনাল খেলা দেখার আনন্দ উপভোগ করার জন্য হাজার দশেক ক্রীড়ামোদীর সমাগম ঘটেছিল। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহযোগী ব্যাঙ্কের একাধিক কর্তাব্যক্তির পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধি সহ এলাকার বেশ কিছু জনপ্রতিনিধি। মাজিগ্রাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তথা এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা বিকাশ নারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'ফুটবল হল গ্রামবাংলার প্রাণের খেলা। আমাদের মতো প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে যাতে ফুটবল খেলা কোনওভাবেই হারিয়ে না যায় তার জন্যই প্রায় ১৬ বছর আগে এধরনের একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

সকলের সহযোগিতায় এবারেও সফলভাবে এই টুর্নামেন্টটি সম্পন্ন হয়েছে। আশা করছি, স্মার্টফোনের নেশা কাটিয়ে বর্তমান প্রজন্মের অনেককেই আমরা ফুটবলের মাধ্যমে এভাবেই মাঠমুখী করতে পারব। তাদের নিয়েই আগামী বছর আরও বড়োমাপে এই খেলার আয়োজন করার ইচ্ছে রয়েছে।'

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com